ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 February, 2020 ■ আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২২ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার লখনউতে ডিফেন্স এক্সপো ২০২০তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

চার মহকুমায় দুই মহিলাসহ পাঁচজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রণয়ের সম্পর্ক! মতাইয়ে দেবর ও বৌদি আত্মঘাতী সাব্রুম ও কাঞ্চনপুরে উদ্ধার ইঞ্জিনীয়ার ও চালকের মৃতদেহ কুমারঘাটে ফাঁসিতে ঝুললেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে রাজ্যের তিনটি মহকুমা থেকে মহিলা সহ তিনজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সাতসকালে বিলোনিয়ার মতাইয়ে এক গৃহবধু ও তার দেবরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁরা ফাসিতে আত্মহত্যা করেছেনঊ বিলোনিয়া মহিলা থানার আধিকারিক জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল।

এ-বিষয়ে মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, গত সোমবার তার ছোট ভাই সুমন মুহুরির সাথে তার স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে তাদের জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরে তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্ত, পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে জেনেও তিনি বিশ্বাস করেননি।

এদিকে, বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকাল ৬টা নাগাদ এক গৃহবধু ও তার দেবরের ফাসিতে আত্মহত্যার খবর পাই মৃতার স্বামীর কাছ থেকে। তিনি জানান, মতাই হাই স্কুলের পেছনে লেকের দক্ষিন পাশে একটি পেয়ারা গাছের একই ডালে একই শাড়ি দিয়ে ওই মহিলা ও তার দেবর ফাসিতে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বিলোনিয়া থানার ওসি এবং বিলোনিয়া এসডিপিও ঘটনাস্থলে যান। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই পুলিশ আধিকারিকের কথায়, আত্মঘাতি সুমন মুহুরি ও তার ভ্রাতৃবধুর মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তাই ধারণা করা হচ্ছে, তাদের সম্পর্ক কেউ মেনে নেবে না বলেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আজ সাত সকালে সাব্রুমে উদ্ধার হয়েছে এক ইঞ্জিনীয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ। তাঁর নাম সুলভ সরকার। বয়স তেইশ। তাঁর বাড়ি বিলোনীয়ার উত্তর ভারতচন্দ্রনগরের বটতলা এলাকায়। বিগত দুই মাস ধরে সাব্রুমে নির্মিয়মান আদালতের সাইট ইঞ্জিনীয়ার ও মেনেজার হিসাবে কর্মরত সেখানে। বুধবার সকালে শ্রমিকরা এই সাইড ইঞ্জিনীয়ারের রুমেই তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। সাথে সাথেই খবর দেয়া হয় সাব্রুম থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক অবসাদের জেরে এই তরুণ আত্মহত্যা করেছে। বনকরের এক কলেজপুড়য়া ছাত্রীর সাথে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন এই সম্পর্ক চলার পর দুইদনে একদিন উদয়পুরে মাতাবাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে এবং কোর্ট ম্যারেজ করে নেয়। কিন্তু, দুইপরিবার থেকে তাদের এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এই নিয়ে ঝামেলাও হয়েছে। বিয়ে করেও সংসার করতে না পারায় চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিল সুলভ সরকার। এরই মধ্যে দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে যায়। তাতে এই তরুণ মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। গত কয়েকদিন ধরেই শ্রমিকরা তাঁকে চরম উদাসীন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে সুলভ সরকারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সাব্রুম থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

অন্যদিকে, নিজ ঘর থেকে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কাঞ্চনপুর থানার অধীন শিবনগর এলাকায়। নিহত যুবকের নাম সৌমেন দেবনাথ। বয়স আঠাশ। বুধবার সকালে এলাকার লোকজন সৌমেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ঐক্যমতে ইন্দো-বাংলা জেলা প্রশাসন

সীমান্তে আরও তিনটি বর্ডার হাট স্থাপনের প্রস্তাব, যৌথ পরিদর্শন ২৬শে পাচার বন্ধে অসম্পূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে তদ্বির করবে ইন্দো-বাংলা জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ইন্দো-বাংলা দুই দেশের জেলা শাসক স্তরের বৈঠক একজোট হয়ে কাজ করার ঐকমত্যে পৌছেছে। আজ আগরতলা ত্রিপুরার তিন জেলার জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে বাংলাদেশের চার জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পুলিশ আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্টদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার অংশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে এবং বাংলাদেশের অংশে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মহম্মদ আবুল ফজল মীর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এদিন বৈঠক শেষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে বলেন, দুই দেশের আধিকারিকদের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা, মানব ও মাদক পাচার সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া নতুন বর্ডার হাট নির্মাণেও আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, আজকের আলোচনার নির্যাস থেকে রিপোর্ট তৈরি করে নিজ নিজ দেশই গঠনমূলক সমাধানে পৌঁছতে পেরেছি। এখন থেকে সেই দিশাতেই একজোট হয়ে

হয়েছে। তাঁর কথায়, বিএসএফ এবং বিজিবি-ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছে। তিনি বলেন, বর্ডার পিলার, হারানো পিলার, ক্ষতিগ্রস্ত পিলার এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং সীমান্তে আলোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। তাঁর কথায়, বিএসএফ এবং উচ্চপদাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে রিপোর্ট ত্রিপুরা সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

কুমিল্লা জেলাপ্রশাসক মহম্মদ আবুল ফজল মীর বলেন, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। দুই আমরা কাজ করব।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আরও তিনটি বর্ডার হাট চালু করার প্রস্তাবে দুই দেশ ঐক্যমতে পৌঁছেছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দুই দেশের আধিকারিকস্তরের যৌথ প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত বর্ডার হাট এলাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুবাজারে ৩টি গবাদী পশু সহ রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু চাষীর শান্তিরবাজরে নিহত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। সাতসকালে গরু ও ছাগল নিয়ে জমিতে যাওয়ার পথে রেল ব্রিজ পার হতে গিয়ে রেলে কাটা পরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। সাথে দুইটি গরু ও একটি ছাগলের রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছে।

আজ সকালে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার মনু বাজার স্টেশন ও হরিনার মাঝামাঝি কালিকাছড়ি রেল ব্রিজে সাবরুম-ধর্মনগর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নিচে কাটা পরে ২টি গরু ও একটি ছাগল সহ সন্তোষ ভৌমিকের(৫৭) মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শিদের বক্তব্য, সন্তোষ ভৌমিক দুইটি গরু এবং একটি ছাগল নিয়ে রেল ব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এমন ট্রেন এসে পরেঊ রেল ব্রিজের মাঝামাঝি হাওয়ায় গরু-ছাগল এবং নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি। ট্রেনের গতি প্রচন্ড থাকায় ব্রেক কষেও রেল ব্রিজের আগে থামাতে পারেননি চালক। কিছুটা দুরে গিয়ে থামে ওই ট্রেন।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই ব্যাক্তির একটি পা দেহ থেকে আলগা হয়ে গেছে। গরু-ছাগলও টুকরো টুকরো হয়ে গেছেঊ খবর পেয়ে মনু বাজার থানা ও রেল পুলিশ ছুটে আসে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের পিছিয়েছে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প, ২০২১ সেপ্টেম্বর নয়া সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ ফের পিছিয়েছে। নয়া সংযোজন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ সমাপ্ত হতে পারে আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পটি। আজ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে বলেন, দুই দেশের জেলাশাসক স্তরের বৈঠকে আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি ডোনার মন্ত্রকের উদ্যোগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে ডোনার মন্ত্রক আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে ডোনার মন্ত্রক।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক বলেন, দুই দেশে এই প্রকল্পের কাজের অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। তবে, নির্মাণ সংস্থা সঠিক সময়ে নির্ধারিত কাজ সমাপ্ত করতে পারছে না। তাঁর দাবি, জমি অধিগ্রহণ সহ আনুষাঙ্গিক সমস্ত কাজ যথা সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। দুই দেশ নির্ধারিত সময়েই জমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত করেছে। ফলে, এখন আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়া সম্পূর্ণই নির্মাণ সংস্থার উপর নির্ভর করছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নয়া সময়সীমার মধ্যেই ওই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।

প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে দুই দফায় ওই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সময়সীমা পিছিয়েছে। প্রারম্ভিক সময়ে ২০১৯ সালে প্রকল্পটি চূড়ান্ত রূপ নেবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে ওই প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে স্থির হয়েছিল। তৃতীয় দফায় ফের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের বিরোধীতায় আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল, সীতারমনের কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র বিরোধীতা করে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে কংগ্রেস। মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক অভিযোগ করেন কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২০ সালের যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছে তা সম্পূর্ণভাবে জনবিরোধী ও দীশাহীন বাজেট। রাষ্ট্রায়াত্ত লাভজনক সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ায় কংগ্রেস দল বাজেটের প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে গর্জে উঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ দীর্ঘ বাজেট প্রস্তাব পেশ করে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ পুঁজিপুতিদের কর ছাড়ের সুবিধা করে দিয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস দল। এই বাজেটে ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে না। গবির, কৃষক, শ্রমিক সহ সব অংশের মানুষ বঞ্চনার শিকার হবেন। আগরতলায় জনবিরোধী ও দিশাহীন বাজেটের প্রতিবাদ জানিয়ে আয়োজিত ধিক্কার মিছিলে অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, কংগ্রেস বিগত ৬০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা বাঁচাও-সংবিধান বাঁচাও র‍্যালী ত্রিপরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও পেনশনারদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অফ সেভ কনস্টিটিউশান-সেভ অ্যাডুকেশানের উদ্যোগে বুধবার এক র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালির মূল উদ্দেশ্যই সংবিধান বাঁচাও শিক্ষা বাঁচাও।

র‍্যালিতে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক সেলিন শাহ বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষাঙ্গন এবং সংবিধান বাঁচাতে হবে। উচ্চশিক্ষা হল বিশ্ব জ্ঞানের আঁধার। এমন জায়গায় ঝুটঝামেলা কোনভাবেই কাম্য নয়। সে কারণেই সংবিধান বাঁচাও শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনে সকলকে অরাজনৈতিক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কেননা দেশের প্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন ধরনের অরাজকতা কোনভাবেই মেনে নেওয়া উচিত নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ছবিমুড়ার উন্নয়নে ৪.৮৭ কোটি টাকা মঞ্জুর কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় পর্যটনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ছবিমুড়ার পর্যটন উন্নয়নে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশনে ত্রিপুরার সাংসদ রেবতমোহন ত্রিপুরার তারাকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রহ্লাদসিং প্যাটেল। তাঁর কথায়, স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ যোজনায় ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছেঊ ত্রিপুরাও সেই সুযোগ পেয়েছে।

প্রহ্লাদসিং প্যাটেল বলেন, পর্যটনে ত্রিপুরার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীদিনে দেশের অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবেও গড়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা-সহ সারা দেশের পর্যটনে পরিকাঠামো উন্নয়নে স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ যোজনা শুরু করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দারুণ উপকৃত হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যসমূহের সাথে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতেই প্রয়োজন অনুসারে ওই যোজনাকে সাজানো হচ্ছে। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরে নতুন রেল সংযোগ ও সম্প্রসারণে বাজেটে ৬৫৪৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নতুন রেল সংযোগ এবং সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে ৬,৫৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে নতুন রেল সংযোগের জন্য ২,৫৯৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বাজেটে রেলের সম্পত্তির রক্ষাণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া রেল লাইন সংস্কারে ৪৯০ কোটি টাকা, সড়ক নিরাপত্তায় ১০৩.১৬ কোটি টাকা এবং সিগন্যাল ও টেলিকম্যুনিকেশনে ৩৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যাত্রী সুবিধার্থে বিভিন্ন আয়োজনে ১৪৪.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

২০২০-২১ রেল বাজেটে নয়টি নতুন রেল সংযোগের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জিরিবাম-ইমফল ৯৭.৯ কিমি নতুন রেল সংযোগের জন্য ৮০০ কোটি টাকা, তেতেলিয়া-বর্নিহাট ২১.৫ কিমি নতুন বিজি লাইনের জন্য ১০০ কোটি টাকা, ডিমাপুর-কোহিমা ৮৮ কিমি নতুন রেল লাইনের জন্য ৩০০ কোটি টাকা, ভৈরবী-সাইরাং ৪৪.৩৯ কিমি নতুন বিজি লাইনের জন্য ৪০০ কোটি টাকা, সিকিমে নতুন রেল সংযোগে সিভক-রংপু ৪৪.৩৯ কিমি বিজি লাইনের জন্য ৬০৭ কোটি টাকা, মুরকংসেলেক - পাসিঘাট ৩০.৬১৭ কিমি নতুন বিজি লাইনের জন্য ২০০ কোটি টাকা, আগরতলা-আখাউড়া ১৩ কিমি নতুন বিজি লাইন, যা আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন করবে তার জন্য ১০০ কোটি টাকা এবং যোগবাণী-বিরাটনগর (নেপাল) ১৮ কিমি নতুন বিজি লাইনের জন্য ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এছাড়া আরও ৫-টি ডাবল লাইনের জন্য ১,৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, স্টেশনের উন্নীতকরণে ২৪.১১ কোটি টাকা এবং ফুট ওভার ব্রিজ ও উন্নতমানের স্টেশন নির্মাণে ৭৩.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবাবেব বাজেটে।

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে উচ্ছেদ অব্যাহত বাড়ির বাউন্ডারি ভাঙতে চলল বোল ডোজার

মঠ চৌমুহনীতে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বেআইনি জবরদখল মুক্ত করার নাম করে পুর নিগমের সিইও ডাঃ শৈলেশ যাদব অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার মঠচৌমুহনী এলাকার একটি বাড়ির সামনের অংশের বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অভিযোগের অবতারণা। স্মার্ট সিটির দৌলতে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এরই অঙ্গ হিসেবে সরকারী জায়গা জবর দখল মুক্ত করতে ময়দানে নেমেছে পুর প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রাস্তার পাশের বাড়ি ঘরের মালিকরা যেখানে যেখানে সরকারি জায়গা জবর দখল করে রেখেছেন সেসব জায়গা দখল মুক্ত করার প্রয়াসও হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার মঠচৌমুহনী এলাকার একটি বাড়ির সম্মুখ ভাগে বোল ডোজার দিয়ে দেওয়াল ভেঙে জবর দখল মুক্ত করা হয় তাতে নেতৃত্ব দেন পুরনিগমের খোদ সিইও ডাঃ শৈলেশ যাদব। তাতে সংশ্লিষ্ট বাড়ির লোকজনরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ সিইও অনৈতিকভাবে বাড়িটির সম্মুখ ভাগ বোল ডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন ।

আশপাশে আরও বহু জায়গা জবর দখল করে রেখেছে অনেকেই সেখানে কোন ধরনের অভিযান চালানো হয়নি। শুধু তাই নয় আগাম কোন নোটিশ না দিয়েই বাড়িটিতে বোল ডজার নিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। এ নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবারটি। আগরতলা স্মার্ট সিটির বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে জবর দখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার জরুরি হয়ে উঠেছে। সেজন্যই পুর নিগমের টাক্সফোস বাহিনী অভিযানে নেমেছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা পুর নিগমের এই অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

দূর্ঘটনায় মৃত্যু পথ অবরোধ সিধাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। মোহনপুরে আগরতলা-খোয়াই সড়ক অবরোধকে ঘিরে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে বুধবার। এদিন দুপুরে রাঙ্গাছড়া এলাকায় এই অবরোধ আন্দোলন হয়।

খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ও টিএসআর ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এবং অবরোধ প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে একটি অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় উত্তম দেববর্মা নামে এক যুবকের। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘাতক গাড়িটি সনাক্ত করতে পারেনি। স্থানীয় জনগণ তাতে ভিষণ ক্ষুব্ধ। পুলিশের ব্যর্থতার প্রতিবাদে এই অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। পরে পুলিশ গাড়িটি সনাক্ত করা এবং চালককে গ্রেপ্তারেরআশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১৮ ▫ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ▫ ২২ মাঘ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আয়কর কাঠামো সংস্কার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। জনগণের সেবাই সরকারের কাজ। জনকল্যাণকারিতে প্রয়োজন রাজস্বও। সেই রাজস্ব জনগণের কাছ হইতেই আদায় করা হইয়া থাকে। সরকারে অধিষ্ঠিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর প্রথা সুদীর্ঘকাল হইতেই চালিয়ে আসিতেছে। এক্ষেত্রে দ্বিচারিতারও অন্ত নাই। এই বছর অর্থমন্ত্রী যে কর প্রস্তাব বাজেটে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কতখানি বাস্তব সম্মত? আয়করের কাঠামো সংস্কার কি সত্যিই হইল? গত শনিবার নির্মলা সীতারামন বাজেটের নামে যে প্রহসনটি পেশ করিলেন, তাহাতে কতিপয় অর্থপূর্ণ কথার মধ্যে আয়কর সংস্কারের প্রসঙ্গ একটি। চালু কর ব্যবস্থায় যে শতাধিক ছাড় ইত্যাদির সুযোগ ছিল, তাহার অধিকাংশেরই যৌক্তিকতা নাই। সেইসব ছাড় তুলিয়া দিয়া পরিবর্তে যদি অপেক্ষাকৃত কম হারে কর আদায় করা হয়, তাহাতে অন্তত দুইটি সুবিধা—এক, ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসিবে, দুই, যাঁহারা ছাড়ের সুবিধা লইতে পারেন না, তাঁহাদের উপর করের বোঝা কমিবে। তেমন করদাতার সংখ্যা বিপুল। করের ঝাপগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়াও ভাল সিদ্ধঅন্ত, কারণ কম আয়ে কম হারে কর—ইহাই প্রোগ্রেসিভ করেন মূল দর্শক। তবে, তাহারা চালু কর ব্যবস্থায় সব রকম ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করেন, নতুন ব্যবস্থায় ।তাঁহাদের করের বোঝা বহুলাংশে বাড়িবে। গৃহঋণের সুদের্‌পর বাড়িতি ছাড় যদি সত্যিই আগামী বৎসর বন্ধ হইয়া যায়, তবে বোঝার উপর বোঝার আঁটি। নির্মলার ভাষণে এই সব অপ্রিয় কথার উল্লেখ না। এই নূতন কর ব্যবস্থা মূল প্রশ্নগুলি অবশ্য করের হার লইয়া নহে। করের অনুপস্থিত—কীভাবে করের জাল বিস্তৃত করা যায়। কৃষিতে আয়করের উল্লেখমাত্র তিনি করেন নাই। অন্যদিকে, আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় যে ছাড়ে পাওয়া যাইত, তাহার একটি বড় অংশের জন্য সরকারি খাতে সঞ্চয় করিতে হইত। আচরণবাদী অর্থনীতি বলিবে, সঞ্চয়ের সেই বাধ্যবোধকতা না থাকিলে বহু মানুষই ভাবিয়াও শেষ অবধি টাকা জমাইয়া উঠিতে পারিবেন না। যে দেশে সরকার কার্যত কোনও দাবিত্বই লয় না, সেখানে মানুষের হাতে সঞ্চয়ের টাকাটুকুও না থাকিলে কী হইবে, অর্থমন্ত্রী ভাবিতে পারিতেন। অবশ্য, তাহারও পূর্বে ভাবিতে পারিতেন, সরকার কী করিবে। সরকারি খাতে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের উপর পূর্ণ অধিকার সরকারেরই। সেই টাকা খরচ হয় উন্নয়নখাতে। অর্থাৎ, কর ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সরকারের হাতে যে শুধু কর রাজস্ব খাতেই টাকার পরিমাণ কমিবে তাহাই নহে, ঋণের এই উৎসটিও বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইবে। মানুষ যদি সমপরিমাণ টাকা শেয়ার বাজারে লগ্নি করেন—সেই লগ্নিই স্বাভাবিক, কারণ সেখানে লাভের প্রত্যাশা অধিকতর—তবে সেই টাকা যাইবে বেসরকারি পুঁজির হাতে। তাহাতে ক্ষতি হইবে গরিব মানুষের। তাঁহাদের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যয় আরও কমিবে। নরেন্দ্র মোদিরা যে ট্রিকল ডাউন-বাদী, তাহা ঘোষিত সত্য। কিন্তু, কল্যাণরাষ্ট্রের ভূমিকা হইতে এইভাবে হাত গুটাইয়া লওয়া সেই ট্রিকল ডাউন-বাদেরও চরম রূপ। তাহাতে জনকল্যাণ কতখানি হইবে তাহা ভোক্ত ভোগীরাই ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন।

‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ ব্যবস্থার রূপায়ণ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি(হি.স) : ২০১৮-র এপ্রিল থেকে গণবন্টন ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটি রূপায়িত হবেঊ

গণবন্টন ব্যবস্থায় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে উদ্দেশ্য হ’ল — ২০১৩’র জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় রেশন কার্ডধারীদের জন্য দেশের যে কোনও জায়গা থেকে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু করা। লোকসভায় এক লিখিত জবাবে একথা জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন প্রতিমন্ত্রী দানভে রাওসাহেব দাদারাও এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এই ব্যবস্থার নামই হ’ল ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’। তিনি আরও বলেন, রেশন কার্ডধারীরা দেশের যে কোনও জায়গায় ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি থেকে রেশন সংগ্রহ করতে পারবেনঊ তবে, সংশ্লিষ্ট রেশন কার্ডধারীকে তাঁর রেশন কার্ডের সঙ্গে বায়োমেট্রিক বা আধার যুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যে অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মন্ত্রীর দাবি, ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ কর্মসূচির আওতায় কার্ডধারীদের প্রাপ্য খাদ্যশস্য বন্টনের ক্ষেত্রে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত বোঝা পড়বে না। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এ বিষয়ে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এমনকি, এক রাজ্যের রেশন কার্ডধারী যে পরিমাণে রেশন পেতেন, সেই ব্যক্তি অন্য রাজ্যে গেলেই সমপরিমাণ রেশন পাবেন।

এনআরসি, এনপিআর এবং সিএ এর বিরুদ্ধে মানব বন্ধন

রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এন আর সি, এন পি আর এবং সি এ এ —র বিরুদ্ধে ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বুধবার রামপুরহাট পাঁচ মাথা মোড় ও কামারপট্টি মোড়ে মানব বন্ধন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুকান্ত সরকার এবং রামপুরহাট শহর তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেকিব প্রমুখ।

আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর ড আম্বেদকরের নেতৃত্বে গণপরিষদে শপথ গ্রহণ করে। সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে আছে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। এই সি এ এ ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার এই আদর্শের পরিপন্থী। আসামে ১৯ লক্ষ বাঙালি বাদ পড়ল। তার মধ্যে ১১ লক্ষের বেশি হিন্দু। বাকি মুসলিম সহ অন্যান্যরা। তাই এই আইনে সবাই বিপদে পড়বেন। এন পি আরে আপনাকে জানাতে হবে জন্ম স্থান, আপনার বাবার জন্মস্থান, বাবার জন্ম তারিখ, কোথা থেকে এসেছেন। কজন জানেন তাঁর বাবার জন্ম তারিখ? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, যতদিন না এই আইন প্রত্যাহার করছে কেন্দ্র।

রামনগরে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বছর কুড়ি যুবকের

রামনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পরিবারে অশান্তির হওয়ায় বুধবার ভরদুপুরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ছেলেটি। এরপর বিকেল নাগাদ দিঘা থেকে হাওড়াগামী এসি সুপার ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল দেবাশিস পতি (২০) নামের এক যুবকের।

পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের মান্দার গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিসের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি এদিন উদ্ধার হয়েছে দিঘা হাওড়া রেল লাইনের রামনগর ব্রিজের কাছে। স্থানীয়দের দাবি, বিকেল ৩-১৫টা নাগাদ দিঘা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনের ধাক্কাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছে দিঘা জিআরপি পুলিশ সহ স্থানীয় বাসিন্দারাও। মৃতের পরিচয় উদ্ধারের পর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ছেলেটি এদিন বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে এসেছিল।

তবে ঘটনাটি আত্মহত্যার নাকি এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারন রয়েছে তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে বলে জিআরপি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ফরাষগঞ্জের ডাক

প্রদীপ চক্রবর্তী

পুণ্যতোয়া বাংলাদেশ, বহু ষাধু ষন্ত মনীষীদের পদধূলিধন্য। এই বাংলাদেশের ষাথে আমাদের হৃদয়ের ষম্পর্ক আছে। যেখানকার জল, বায়ু, মাটি, মানুষের ষাথে আমাদের আশৈশব ষম্পর্ক। তাই বাংলা ভাষাভাষিদের, যারা আমরা উত্তর-পূর্ব ভারত পশ্চিমবঙ্গ ষহ গুজরাট, দিল্লি ও অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে তাদের পদ্মা, যমুনা, তিতাষ হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের ডাকে যেখানে ছুটে গিয়েছিলেন বীর ষন্ন্যাষী বিবেকানন্দ। এক নাগাড়ে ১৭ দিন তিনি যে দেশে ছিলেন নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। বক্তব্যও রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পগোজা স্কুলের মাঠে। ষেই দুটি ভাষণই ছিল বিখ্যাত।

তৎকালীন বাংলাদেশে বহু জমিদার ছিলেন। যাদের হৃদয়ে ছিল ষাধারণ মানুষের জন্য প্রষারিত। অনেক জনকল্যাণমূলক কাজে এদের অবদান আজও স্বীকৃত। তেমনি এক জমিদার মোহিনী মোহন দাষ, বাড়ি তার ফরাষগঞ্জে। শিকাগো যেমন ষাধু, ষন্ন্যাষীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে তেমনি ফরাষগঞ্জেও বরাবরই আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে আছে। মোহিনী মোহন দাষের বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন এক নাগাড়ে প্রায় ১৭ দিন। ওখানে থেকেই তিনি ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন পরিভ্রমণ করেন তেমনি নানাস্থানে ধর্মষভায় যোগ দেন। এই প্রতিবেদক বহুবার ছুটে গিয়েছেন ফরাষগঞ্জে মোহিনী মোহন দাষের বাড়িতে। কারণ যে বাড়িটি ঐতিহাষিক এবং পুণ্যভূমি। স্বামীজী পদধূলিধন্য এই মোহিনী মোহন দাষের বাড়ি।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ষদর ঘাটের বাঁদিকে পাইকারি মহল্লার রাস্তা ধরেই এগিয়ে যেতে হয় ফরাষগঞ্জের দিকে। যাওয়ার পথটি খুবই ঘিঞ্জি। এর পাশের বাড়ি ঘরগুলির ইঙ্গিত বহন করে যে কোনও এক ষময় ওই অঞ্চল ছিল আর্থিক ষঙ্গতিপূর্ণ। মিনিট ত্রিশেক যাওয়ার পরই বাঁদিকের ষড়ক ধরে চলে যেতে হয় মোহিনী মোহন দাষ লেন ধরে। এই রাস্তাটি নিয়ে যায় ষেই মোহিনী মোহন দাষের বাড়ি। এই বাড়িটিতে বা বাষভবনটি স্মারক হিষেবে গড়ে তোলা যেতো। কিংবা পবিত্রভূমি হিষেবে পরিগণিত করা ষম্ভব হত। বাংলাদেশের তৎকালীন ষামরিক শাষক হুষেন মহম্মদ এরশাদ লাঙনবন্দের রাজঘাটটিকে স্মারক হিষেবে গড়ে তুলেছিলেন। এই ঘাটেই স্বামীজী তাঁর মাকে নিয়ে পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করেছিলেন। বুধাষ্টমীতে লাঙনবন্দে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ষমাবেশ ঘটে থাকে। বুধাষ্টমীতে লাঙনবন্দে অবগাহন করে ষাধারণ পুণ্যার্থীরা মনে করে থাকেন যে তারা পাপ মুক্ত হয়েছেন। হুষেন মহম্মদ এরশাদ লাঙনবন্দে রাজঘাট ষফরে গেলে স্থানীয়রা তাকে এই ঘাটটি দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ষফরকারী পদাধিকারীদের এই ঘাট ষংস্কার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। অবশ্য ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনও পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে অংশ নেয়। ঠিক এই ভাবেই মোহিনী মোহন দাষের বাড়িটিকে পুণ্যভূমি বা স্মারক হিষেবে গড়ে তোলা যেত। কিন্তু বাংলাদেশ ষরকার তা করেনি। কেননা বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ যে বাড়িতে ১৭ দিন অতিবাহিত করেছিলেন যে বাড়িটি নিঃষন্দেহে ঐতিহাষিক এবং নানা স্মৃতি বহন করে থাকে।

বাংলাদেশের কিছু কিছু লোকজন বলে থাকেন জমিদার মোহিনী মোহন দাষের বাড়িটি এখন আর নেই। ষেটি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বাড়িটি ছিল পুঁথিঘর লিমিটেডের কাছে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনও বলে থাকেন ষেই বাড়িটি আর নেই। একই কথা লিখেছেন স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ তাঁর লেখা বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পর্ষদবৃন্দ বইটিতে। কিন্তু প্রতিবেদক এর ষাথে কোনও অবস্থায় ষহমত পোষণ করেন না। কেননা তিনি বহুবার ফরাষগঞ্জ গেছেন এবং মোহিনী মোহন দাষের বাড়িটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে ষফলও হয়েছেন বলে মনে করা হয়। জ্ঞানপ্রকাশনন্দ তাঁর বইটিতে মোহিনী মোহন দাষের বাড়ি বা বাষভবনের যে ছবি দিয়েছেন ষেই ছবির ষাথে প্রতিবেদকের দেখা বাড়িটির হুবহু মিল রয়েছে। প্রতিবেদকের কাছে ছবিও রয়েছে যে বাষভবনের। আশপাশের লোকজনদের ষাথে কথা বলেও এর ষত্যত মিলেছে। কিন্তু কয়েকজন বিগদ্ধ ব্যক্তি তা মানতে রাজি নয়। তাদের একটাই বক্তব্য না ষেই বাষভবন আর নেই। আমি ঘুরে ফিরে দেখেছি ষেই দ্বিতল বাষভবনের প্রতিটি কক্ষ। বিশাল বিশাল ষেগুলি। রয়েছে এখনও ষেই প্রাচীন আমলের দুটি ষিন্ধুক। যে ষিন্ধুক তৎকালীন জমিদার বা রাজারা ব্যবহার করতেন বা তাদের বাষভবনে থাকত। ঠিক তেমনি ষেই বাড়ির ষিন্ধুক। এই বাড়ির প্রবেশদ্বারেই এক ভদ্রলোক ছোট্ট একটি টং দোকান নিয়ে বষে আছেন। তিনি কথায় কথায় জানিয়েছেন বহু লোকজন নানাভাবে এই ষিন্ধুক দুটি ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং আজও ষেই ষিন্ধুক দুটি অটুট রয়েছে। এই বাড়িটি এখন অবশ্য অনেকাংশে জীর্ণ ও পুরোনো হয়ে গেছে। এখানে একটি ছাত্রাবাষ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদক ষম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত এটিই জমিদার মোহিনী মোহন দাষের বাড়ি। যে বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন দীর্ঘ ১৭ দিন। বাষভবনের ভেতরে গেলে প্রতিধ্বনিত হবে স্বামীজীর ষেই কণ্ঠস্বর বা গান। বলা যেতে পারে ১৯০১’র ১৯শে মার্চ স্বামীজী বাংলাদেশে পৌঁছান। তাকে বহনকারী স্টিমার নারায়ণগঞ্জে যাওয়ামাত্র তৎকালীন আইনজীবী গগন চন্দ্র ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ঢাকাবাষীর পক্ষে স্বামীজীকে স্বাগত জানান। এছাড়াও ছিলেন স্কুল কলেজের প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী। স্বামীজীকে গাড়িতে চাপিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা। পেছনে পেছনে আষতে থাকে শত ষহস্র স্কুল কলেজের পড়ুয়াষহ ঢাকা শহরের খ্যাতনামা ও গুণিজন।

স্বামীজী যে কদিন যেখানে ছিলেন যেখানে দু’বেলাই ক্লাশ নিতেন, যেখানে ছুটে আষতেন শত শত লোকজন। বিকেলে আলোচনা হত বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাষ, ত্যাগ নিয়ে। যেখানে বষে যেত আনন্দের হাট। যারাই এষেছেন তারা মন্ত্র মুগ্ধের মত স্বামীজীর বক্তব্য শুনেছেন, নানাজন নানা প্রশ্ন করেছেন, দিব্যি উত্তরও দিয়েছেন স্বামীজী। এই বাড়িতে যারা স্বামীজীর ষাথে দেখা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্র মোহন দাষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, রমাকান্ত নন্দী প্রমুখ। এই হেমচন্দ্র ঘোষই পরবর্তী ষময় স্বাধীনতা ষংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অপকটে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে বলেছেন স্বামীজীর বক্তব্যে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ষংগ্রামে। ঢাকাতেই স্বামীজী যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন চন্ডীপাঠ থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। এতে দেহচর্চা হয়। মোহিনী মোহন দাষ ছিলেন ষজ্জিমহলের জমিদার। তার বাষভবনে প্রতি ষপ্তাহে একবার অধিবেশন বষত ধর্মষভার। তৎকালীন প্রখ্যাত আইনজীবী যতীশ রায় চৌধুরী স্বামীজীর ঢাকা অবস্থানের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন তাঁর বক্তৃতায় আমরা শুনতে পেয়েছি নূতন ষুর। তিনি বলেছিলেন তোমরা চিনে নাও নিজেদের, তোমরা ষবাই অমৃতের অধিকারী। পৃথিবীর এমন কোনও শক্তি নেই যারা তোমাদের প্রতিরোধ করতে পারে। একদিন তোমরাই হবে এই জগতের গুরু ও শিক্ষক। প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাষের। যুবকদের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর আহ্বান ছিল যার অর্থ ‘জাগো! ওঠো! ছুঁড়ে ফেলে দাও আলষ্য ও নির্জীবতা, এ তোমাদের শোভা পায় না। ষামনে এগিয়ে যাও তোমরা। স্বামীজীর এই ডাক শুনে জনতা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

বিবেকানন্দের বাংলাদেশ বা ঢাকা ষফর ভারতের মুক্তি ষংগ্রামে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু ষবকিছুই হয়েছিল ফরাষগঞ্জের জমিদার মোহিনী মোহন দাষের বাষভবনে। অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফরাষগঞ্জ, মোহিনী মোহন দাষের বাষভবন। ষেই বাষভবনটিকে এখনও স্মারক নিবাষ হিষেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে কিংবা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। যেমনটা করা হয়েছে কলকাতার ষিমলে স্ট্রিটে স্বামীজীর পৈতৃক নিবাষে। পৈতৃক নিবাষটি এখন অধিগ্রহণ করেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। যেখানে হয়েছে মিশনের শাখা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে মিউজিয়াম। দেশ বিদেশের নানপ্রান্ত থেকে লোকজন নিত্যদিন ছুটে আষছেন যেখানে। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ওই পৈতৃক নিবাষে বষে গবেষণা চালাচ্ছেন। এটা যেমন আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি তেমনি বলেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ। তখন তিনি ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। এখন অবশ্য তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদে বৃত রয়েছেন।

প্রশ্নটা হচ্ছে মোহিনী মোহন দাষের বাষভবনটিকে কি স্বামীজীর পৈতৃক নিবাষের মতো গড়ে তোলা যায় না? রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কিংবা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাষিনা ওয়াজেদ এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা তা তারা ভেবে দেখতে পারেন। কিন্তু এটা যুগের ডাক। যুগের প্রয়োজনেই অতীতকে ধরে রাখার স্বার্থেই এই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

হর্ণবিল উৎসব - ২০২০ বড়মুড়া (হাতাই কতর), ত্রিপুরা

।।ড. ডি কে শর্মা।।

অরণ্য বেষ্টিত এবং অনাবিষ্কৃত ত্রিপুরার সৌন্দর্যে ছুটে আসা পর্যটকদের এক শ্রান্তিহারক অনুভূতি প্রদান করে। ছয়টি প্রজাতির বানর, হাতি, বিনটুরং, ভারতীয় বাইসন, মেঘলা চিতা, চশমা বানর এবং হর্ণবিল (ধনেশ পাখি), শকুন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটকদের কাছে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যেসব বিজ্ঞানীরা বিশ্বের রহস্যময় জৈববৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে চান, তাদের কাছেও এ রাজ্য এক অফুরন্ত আধার।

সম্পতি জানুয়ারি মাসে প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত একটি সেমিনারে রাজ্যের মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর জোর দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন এবং বন্যপ্রাণী, রাজ্যের বনধনকে ইকো ট্যুরিজমের বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য স্থানীয় সম্পদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজ্যের বন দপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বড়মুড়া ইকো পার্কে হর্ণবিল পাখির (ধনেশ) সংরক্ষণ অঞ্চল স্থাপন এমনই একটি উদ্যোগ। পক্ষী প্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক এবং আলোকচিত্রীদের হর্ণবিল পাখির উপস্থিতি, আচার আচরণ এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে উৎসাহী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো হর্ণবিলের সংরক্ষণ।

বড়মুড়া ইকো পার্কের অবস্থান এবং সেখানে ওরিয়েন্টাল পাইড হর্নবিলের উপস্থিতি আগামী ৮ ও ৯ ফেবয়ারি সেখানে হর্নবিল উৎসব আয়োজনে উৎসাহ জগিয়েছে। হর্নবিল পাখির সংরক্ষণের পাশাপাশি রাজ্যের জৈববৈচিত্র্য প্রদর্শন করাই হলো এই উৎসব আয়োজনের মূল লক্ষ্য। শিক্ষামূলক আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত হবে রাজ্যের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর আলোচনাসভা, মেলার উপকারিতা, লোকনৃত্য, ব্যঙ্গ রচনা, প্রকৃতি সংরক্ষণের উপর নাটক। উত্তর - পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যাণ্ডের (কোহিমার নিকট কিসামা গ্রাম) এবং অরুণাচল প্রদেশে (পেকি পেজ) হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা হর্ণবিল সুরক্ষা করা ছাড়াও তাদের ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রদর্শন করেন।

তাছাড়া আগরতলা থেকে ১০০ কিমি দূরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার তৃষ্ণা অভয়ারণ্য এবং বাইসন জাতীয় উদ্যানেও জৈববৈচিত্র্যের বিবিধতা রয়েছে। এই অভয়ারণ্যটি ভারতীয় বাইসনের, যা স্থানীয়ভাবে গব নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন প্রজাতির বানরের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ ত্রিপুরার পতিছড়িস্থিত বাইসন সংরক্ষণ উদ্যানে দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক বাইসন দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের মধ্যভাগের ৫০৮ হেক্টর এলাকা জুড়ে রয়েছে মেঘলাচিতা জাতীয় উদ্যান, যেটি আবার চশমাবানরের জন্যও সর্বজনবিদিত। রাজ্যের বনাঞ্চলে মেঘলাচিতার সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে বন্দী প্রজনন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শকুনদের বাস্তুত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। এছাড়াও তারা প্রাণী শব খাওয়ার মাধ্যমে পরিবেশ নির্মল রাখে। শকুনের সংখ্যা দ্রতগতিতে হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটিকে নজরে রেখে খোয়াইয়ের কল্যাণপুরে শকুন সংরক্ষণকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

(২)

হর্ণবিল হল এক অসাধারণ পাখী। তাদের বাঁকানো ঠোটের উপর একটি শিঙের মত বেরিয়ে থাকা ঢাল থাকে যাকে কাস্ক বলা হয়ে থাকে। তারা অন্যান্য বন্য পাখীর তুলনায় বৃহদাকার এবং মাংসল তাদের বৃহৎ বাঁকানো ঠোঁট, তাদের চোখের পাশে উজ্জল চামড়া এবং লম্বা চোখের পাতা থাকে। বেশীরভাগ হর্ণবিলের গলায় থাকে ঝোলানো রঙিন চামড়ার ছোট থলি যাতে তারা ফল বা প্রিয় খাদ্য বহন করে। এই প্রজাতির পাখীরা সর্বভুক, এরা ফল এবং ছোট প্রাণী আহার করে থাকে। হর্ণবিল পাখীর ৫৫টি প্রজাতি আছে। যার মধ্যে ভারতবর্ষে ৯টি প্রজাতির হর্ণবিল পাখি দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে আবার ২টি আঞ্চলিক। হর্ণবিলের ৯টি প্রজাতি হল গ্রেট হর্ণবিল, মালাবার পাইড হর্ণবিল, ইণ্ডিয়ান গ্রে হর্ণবিল, মালাবার গ্রে হর্ণবিল, ওরিয়েন্টাল পায়েড হর্ণবিল, রুফাস নেকড হর্ণবিল, রীডেড্ হর্ণবিল, অস্টিন বাইন হর্ণবিল এবং নারকনডাম হর্ণবিল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে সর্বোচ্চ বৈচিত্রমূলক ৫টি ভিন্ন প্রজাতির হর্ণবিল দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এক বিশাল সংখ্যক ওরিয়েন্টাল পাইড হর্ণবিল সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এই প্রজাতির হর্ণবিল ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বড়মুড়া পাহাড়ে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে হর্ণবিল উৎসব পালিত হবে। এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান হল গ্রীমমণ্ডল নিকটস্থ অঞ্চল বা ক্রান্তীয় অঞ্চল ঈষৎ আর্দ্র নিম্নভূমি বনাঞ্চল। ওরিয়েন্টাল পায়েড হর্ণবিলের খাদ্য তালিকায় ফল, পোকামাকড়, খোলযুক্ত জলজ প্রাণী, ছোট সরীসৃপ, মাঝে মাঝে ছোট স্তন্যপায়ী জীব, পাখি এবং পাখির ডিম রয়েছে। অন্যান্য হর্ণবিলের প্রজাতির ন্যায় ওরিয়েন্টাল পাইড হর্ণবিলও ফেবয়ারি মাসে প্রজনন আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বর্ষা ঋতু শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় যখন গাছে গাছে ফলের ফলন শুরু হয়। বড়মুড়া, খামতিংবাড়ি, নারায়ণবাড়ি এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী এই পাখীগুলিকে সংরক্ষণ করে। ওরিয়েন্টাল পাইড হর্ণবিলের সংখ্যা হ্রাস পাবার কারণ হিসেবে পুরানো গাছ ধংস করা যার ফলে উপযুক্ত বাসস্থান এবং ফলযুক্ত গাছের অভাব পরিলক্ষিত হয়। হর্ণবিলেরা এখন শিকারীদের শিকার হচ্ছে। (তাদের শিরস্ত্রান মারক হিসেবে এবং তাদের শরীরের চর্বি চিরাচরিত ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে) এবং কিছু এলাকায় গৃহপালিত পাখী হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। বর্তামানে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্দি প্রজনন এবং পুন:প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞ কর্মীদের কারীগরি তত্বাবধানে বন্দী প্রজনন প্রক্রিয়া সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। একই ধরণের প্রচেষ্টা কৃত্রিম বাসস্থান তৈরীর মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে (বিশেষ ডিজাইন সম্বলিত গাছেরলগ দ্বারা নির্মিত বনে তাদের প্রজননের প্রয়োজনীয়তা যাতে সম্পর্ণতা লাভ করতে পারে তার জন্য বিকল্প প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে)। হর্ণবিল পাখী সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীতে স্থানীয় সংস্কৃতিকে আরো উর্দ্ধে তুলে ধরা এবং স্থানীয় সম্পদায়গুলিকে আরো শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই হর্ণবিল উৎসব ইকো-ট্যরিজমকে আরো বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাবে। এই উৎসব ইকো ট্যুরিজমের সুযোগ সম্পসারণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করবে। আতিথেয়তার ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলি বিশেষকরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক সহায়তা, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, পরিবহণের সুবিধা ইত্যাদির মত পরিষেবা ইকো-ট্যরিস্টদের যেমন আনন্দ দেবে এবং সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দেবে তেমনি স্থানীয় সম্পদায়গুলির জীবিকা নির্বাহের জন্য বিরাট সুযোগ করে দেবে। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা এলাকাগুলিতে সফরের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এই এলাকাগুলি স্থানীয় সম্পদায়গুলির বসবাসের ক্ষেত্র সুরক্ষিত থাকে।

(লেখকঃ আই এফ এস, পি সি সি এফ এবং মুখ্য বন্যপ্রাণী তত্ত্বাবধায়ক, ত্রিপুরা সরকার)

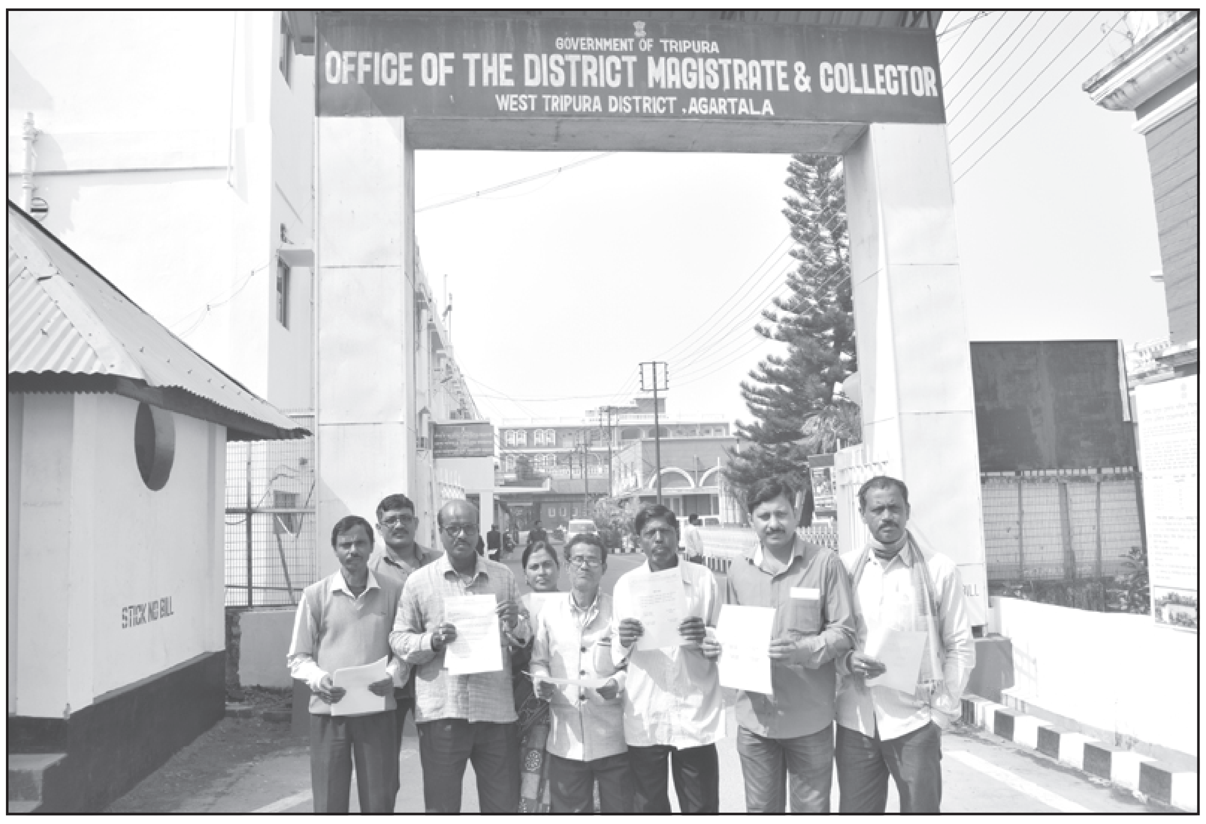

বুধবার উদ্বাস্তু কমিটির উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য মর্যাদায় অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রণব গগৈয়ের শেষকৃত্য সম্পন

শিবসাগর (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রণবকুমার গগৈয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। গতকালই প্রয়াতের নশ্বর দেহ তাঁর গৃহশহর শিবসাগরের রেডক্রস রোডের বাড়িতে আসে।

আজ বুধবার অজস্র গুণমুগ্ধের উপস্থিতিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শিবসাগরের বিধায়ক প্রয়াত প্রণব গগৈয়ের নশ্বর দেহ এএসটিসি তিনিআলিতে অবস্থিত দুর্গা মন্দিরে নেওয়া হয়। সেখানে এলাকার প্রয়াত বিধায়ককে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান অসংখ্যজন। এর পর তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় মারোয়াড়িপট্টিতে অবস্থিত দলীয় দফতর রাজীব ভবন, জয়সাগরে শিবসাগর কলেজ, শিবসাগর পুরসভা কার্যালয় এবং শিবসাগর জেলা উকিল সংস্থার কার্যালয়ে। সব জায়গায় প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন বহু মানুষ। এছাড়া ওএনজিসির পূর্বাঞ্চল এমপ্লোয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রয়াত প্রণব গগৈ ওএনজিসিক পূর্বাঞ্চল এমপ্লোয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি। এখান থেকে মিছিল করে প্রয়াত নেতার মরদেহ হাঁহচরায় তাঁর পৈত্রিক ভিটেতে নিয়ে যাওয়া হয়। হাঁহচরায় যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে এবং হাঁহচরা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শিবসাগরের চারবারের বিধায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সেখান থেকে প্রয়াতের নশ্বর দেহ পিতৃগৃহ কুঁজিবালি হাঁহচরার জাটিপটিয়া মরানগাঁও নিয়ে রাজ্য মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আমগুড়ির বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা, প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেন, প্রাক্তন সাংসদ পবনসিং ঘাটোয়ার, বিধায়ক দেবব্রত শইকিয়া, বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি, প্রাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বড়গোহাঁই, পৃথিবী মাঝি, বিস্মিতা গগৈ, যুবনেতা কল্যাণ গগৈ, জেলাশাসক ড় এমএস লক্ষ্মীপ্রিয়া-সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৮৪ বছর বয়সে সোমবার রাত ১০.৪০ মিনিটে গুয়াহাটির হেল সিটি হাসপাতালে অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী, শিবসাগরের বিধায়ক প্রণবকুমার গগৈয়ের জীবনাবসান ঘটেছিনল। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পত্নী মোহিনী গগৈ, তিন পুত্র যথাক্রমে মঞ্জির গগৈ, সমীর গগৈ, প্রমীর গগৈ এবং বহু আত্মীয়-পরিজন ও গুণমুগ্ধ।

বিগত কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন প্রয়াত প্রণব গগৈ। সোমবার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে দুপুরের দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে এদিন রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন টানা চারবারের বিধায়ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গগৈ।

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার দাবি কেন্দ্রেব

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি, (হি স)উ ২০২০-র ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ১৩ হাজার ২০৯টি কেন্দ্র চালু রয়েছে। এর মধ্যে ৪১৫টি কেন্দ্র রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট রাজ্য-স্তরীয় কর্মসূচিগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের মাধ্যমে তহবিল বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আজ এ খবর জানিয়ে বলেছে, লোকসভায় অতি সম্প্রতি এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ প্রতিমন্ত্রী আর কে সিং।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মেয়াদকাল ২০২০-র মার্চে শেষ হতে চলেছে। এই সময়সীমাকে বিবেচনায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে গত ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৮৬৯ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষ ভারত মিশনের আওতায় মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা রূপায়ণ করছে। উদ্দেশ্য হ'ল — বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজকর্মে উপযোগী করে তুলতে ১ কোটি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই কর্মসূচির আওতায় স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যুবাদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং আগাম নেওয়া প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে।

মন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় আরও দুটি উপ-কর্মসূচি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট এই কর্মসূচিগুলি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম রূপায়ণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট রাজ্য-স্তরীয় কর্মসূচিগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের আওতায় রূপায়ণ করা হয়ে থাকে। তবে, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির রূপায়ণের জন্য রাজ্য-ভিত্তিক তহবিল দেওয়ার কোনও সংস্থান নেই।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র উদ্যোগের আওতায় দেশের প্রতিটি জেলায় দক্ষতা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেশে ৭০৭টি জেলার জন্য এ ধরণের ৮১২টি কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ৪৩টি এ ধরণের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বলেও মন্ত্রী জানান।

পাঁচটি আইআইআইটি'র অন্তর্ভুক্তিকরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সায়

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স) : নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে তৈরি পাঁচটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজিকে ২০১৭ সালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজি (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) আইন অনুসারে, অন্তর্ভুক্তিকরণের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেওয়া হয়।এই পাঁচ প্রতিষ্ঠান সুরাট, ভোপাল, ভাগলপুর, আগরতলা এবং রায়চুরেউ

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আজ এ খবর জানিয়ে বলেছে,এর ফলে, বর্তমানের ১৫টি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজি বা আইআইআইটি-র পাশাপাশি, 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বাকি পাঁচটি আইআইআইটি-র ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা থাকবে। এই আইআইআইটি-গুলি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গড়ে উঠবে। ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাচেলার অফ টেকনলজি (বি-টেক) অথবা মাস্টার অফ টেকনলজি (এম-টেক) বা পিএইচডি দিতে পারবে। এতে দেশে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার সুযোগ তৈরি হবে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক এই অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই পদক্ষেপের ফলে দেশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্য ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে।

এদের মধ্যে ভোপাল, সুরাট এবং ভাগলপুরের আইআইআইটি ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে, আগরতলার প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ এবং রায়চুরের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে চালু হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ৬০০ ছাত্রছাত্রী এর ফলে উপকৃত হবেন। যদিও প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও প্রাথমিক-স্তরে রয়েছে, ভবিষ্যতে এখানে পুরোদমে পড়াশুনা শুরু হলে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবেন।

ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি দেশের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষা এবং গবেষণার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একটি অনন্য নজির তৈরি করবে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির পাশাপাশি, শিল্প সংস্থাগুলি-ও এগিয়ে আসবে মূলধন যোগাতে।

শিলচরে স্বামী প্রণবানন্দজির শুভ আবির্ভাব দিবস আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়াবি

শিলচর (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এ বছরও ব্যাপক কার্যসূচির মধ্য দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের শুভ আবির্ভাব দিবস পালন করা হবে শিলচরের তারাপুর চাঁদমারিতে। স্বামীজির ১২৫-তম শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব ও শ্রীশ্রী মাঘী পূর্ণিমা উৎসব আগামী ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সংঘের জনৈক কর্মকর্তা জানান, এ উপলক্ষে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটায় পতাকা উত্তোলন করে দু-দিনব্যাপী মহোৎসবের সূচনা করবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কুরুক্ষেত্র শাখার প্রধান তারানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে স্বামী মৃণ্ময়ানন্দজি মহারাজ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিম দাস প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া থাকবে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য কার্যসূচি। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মকর্তারা।

জেল থেকে ছাড়া পেলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ

শাহজাহানপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জামিন পেয়ে বুধবার বিকেলে জেল থেকে ছাড়া পেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দ। এই উপলক্ষ্যে বুধবার সংশোধনাগারের বাইরে বিপুল সংখ্যা উপস্থিত ছিল তার সমর্থকেরা। সোমবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁর জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছিল।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে দেড় মাসে নিহত ১১ বাংলাদেশি : বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।। গত দেড় মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ১১ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পরিচালক (পরিকল্পনা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ আশিকুর রহমান।

বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে বিজিবি সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত সীমান্তে নিহতের সংখ্যা ১১ জন। এ ধরনের মৃত্যু যাতে না হয় সেজন্য বিজিবির প থেকে যা যা পদপে নেওয়ার তা নেওয়া হয়েছে। সৈয়দ আশিকুর রহমান বলেন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ডে যেটা সাধারণভাবে মনে করা হয় সীমান্তের কাছে, তা কিন্তু না। অনেক সময় দেখা যায় ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে ৫ থেকে ১৫ কিলোমিটারের ভেতরেও হয়। হয়তো দেখা যায় কোনো নিরীহ মানুষ ভারতের সীমান্তে ঢুকে যাচ্ছে, হয়তো গরু আনার জন্য গেছেন, তাই অনেক সময় দেখা যায় আমাদের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। যখন আমাদের ওপাশ থেকে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়, তখনই আমরা জানতে পারি। এই সংখ্যাটা বেশি ঘটে যারা গরু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদেরে ত্রে।তিনি বলেন, সীমান্তে চোরাকারবারি অনেকে চিহ্নিত, অনেকে চিহ্নিত না। তবে সীমান্তে যারাই এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন, তাদের আমরা নজরদারিতে রেখেছি। তারা যখনই কোনোকিছু পাচারের চেষ্টা করছে, তখনই আমরা তাদের গ্রেফতার করছি। গণমাধ্যমে তা জানানোও হচ্ছে।ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী ও বাংলাদেশি সীমান্তরী বাহিনী বিজিবির মধ্যে এ বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান হচ্ছে।

ছয়ের পাতায়

টুরিস্ট ভিসায় এসে ধর্মসভায় ভাষণ, মধ্য অসমে আটক বাংলাদেশি ইসলামিক বোদ্ধা

মরিগাঁও (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : টুরিস্ট ভিসায় ভারতে এসে ধর্মসভায় অংশগ্রহণের দায়ে জনৈক বাংলাদেশি নাগরিক তথা ইসলামিক বোদ্ধাকে আটক করেছে মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার মৈরাবাড়ি পুলিশ। জানা গেছে, মৈরাবাড়ির তিতাতোলা থেকে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মুফতি হুসেন মামুদ।

বুধবার মৈরাবাড়ির পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, মুফতি হুসেন মামুদ নামের ব্যক্তিটি নিজকে সাধারণ পর্যটক বলে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে অসমে প্রবেশ করেছিলেন।

মূলত ধর্মীয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন তিনি। মুফতি হুসেন আসলে একজন ধর্মপ্রচারক। প্রতারণা করে ভিসা লাভ করার দায়ে তাঁকে আটক করে ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছে পুলিশ প্রশাসন। সূত্রটি জানিয়েছে, তাঁর ভারতে প্রবেশ সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত করছেন তাঁরা।

পুলিশের সূত্রটি আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিক মুফতি হুসেন মামুদ অসমে প্রবেশ করে ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ, কাছাড়, হাইলাকান্দি, দরং, শোণিতপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করে ভাষণ দিয়েছেন। প্রায় তিন বছর ধরে অসমে আসছেন তিনি। এ ধরনের ব্যক্তি কীভাবে টুরিস্ট ভিসা ব্যবহার করে অসমে ইসলামী ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে প্রশাসন।

করোনা ভাইরাসের জের এবার সরস্বতীর উপরেও

কলকাতা,৫ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):করোনা ভাইরাসের জেরে মৃত্যু বাড়ছে চিনে উএবার করোনা ভাইরাসের জের পরলো কুমারতুলির সরস্বতীর উপরেওউ করোনা ভাইরাসের জেরে চীন যাওয়া হল না সরস্বতীরউ

চিনা পঞ্জিকা অনুযায়ী ফ্রেবুয়ারির ৯ তারিখ হওয়ার কথা ছিল বাগদেবীর আরাধনারউসেই মতো ফাইবারের সরস্বতী প্রতিমা তৈরী করছিলেন কুমোরতুলি শিল্পী মিন্টু পালউ প্রতিমা তৈরিও হয়ে গিয়েছিল। শুধু রং বাকি ছিলউ তারই

মাঝে করোন ভাইরাসের সংক্রমণের জেরে চিনে বাতিল হয়েছে পুজোউ ফলে চীন পারি দিতে পারলেন না কুমারটুলির বাগদেবী

ভোটের রাজনীতিতে জনগণের অনীহা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়: সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।। ভোটের রাজনীতিতে জনগণের অনীহা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।মঙ্গলবার সচিবালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের এতো জনসমর্থন সেখানে আরও বেশি ভোট আশা করেছিলাম। এজন্য প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরলে ওয়ার্কিং কমিটির সভা করা হবে। তবে আওয়ামী লীগের ভোটারের যে পার্সেন্টেজ, সেজন্য এই ভোট আশান্বিত নয়। অনেকে দুইদিনের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন, পরীা, পরিবহন সংকট ও আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা কিছুটা দায়ী। তবুও ভালো নির্বাচন হয়েছে। বর্তমানের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে এড়ানো যাবে। এসময় সামগ্রিকভাবে মোটামুটি ভালো নির্বাচন হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি।

ভোটের হার কম হওয়ারে ত্রে ভোটারদের ভোটে অনীহা কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভোট কম পড়ারে ত্রে আগেভাগে শঙ্কা তৈরি করা, ভোট দেওয়া যাবে না এ মেশিনে এমন সব প্রচারণাও বড় কারণ। ফলে কিছু মানুষের আগ্রহ তো কমতেই পারে। ইভিএম নিয়ে অপপ্রচার অনেক হয়েছে, সরকারি দল নিয়ে, নির্বাচন নিয়ে, বিএনপি সতর্ক থাকবে, বাইরে থেকে লোক এনেছে, এসব ইনফরমেশন তো ছিলই। তবে ভালো ইলেকশন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ভুলক্রুটি থেকে শিা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনমত তৈরি করতে ভূমিকা রাখবে। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে অনীহা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়।ওবায়দুল কাদের বলেন, দুই সিটিতে চট্টগ্রামের-৮ উপ-নির্বাচন থেকে বেশি ভোট পড়েছে। এখানে ২৭ প্লাস ভোট পড়েছে। ভোটের যে পার্সেন্টেজ, সে অনুযায়ী যে ভোট পড়ার কথা ছিল, তা যায়নি। সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয় আছে। ওয়ার্ড পর্যন্ত কমিটি ঢেলে সাজানো দরকার। আমি সবাইকে বলেছি, কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হোক। ওয়ার্ডে ও সিটিতে সম্মেলন করা দরকার। সাংগঠনিক দুর্বলতা বড় না হলেও কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।

দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচন কীভাবে মূল্যায়ন করবেন জানতে চাইলে কাদের বলেন, মূল্যায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরলে বৈঠক করবেন। তখন ভোট নিয়ে মূল্যায়ন, বিশ্লেষণসহ সবকিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এমন চিন্তা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওভারঅল ভোটের দুর্বলতা নিয়ে দেশের ফিরলেই মিটিং করবেন তিনি। এবার ইভিএমে এত বড় এলাকায় ভোট হয়েছে, আগে বিপ্তিভাবে কোথাও কোথাও হয়েছে। কিন্তু এত বড় এলাকায় এটা নতুন অভিজ্ঞতা। ফলে কিছু ভুল-ত্রুটিও থাকতে পারে। তবে ভোট নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় অনেকে বলেছেন, তারা সহজে ভোট দিতে পেরেছেন। এত বড় এলাকায় দু'একটি ভুলত্রুটি হয়েছে হয়তো।তিনি আরও বলেন, বিএনপি যথেষ্ট এলোমেলো, নেতৃত্বহীন। সে অবস্থায় আমার মনে হয় বিএনপি নির্বাচনে ভালো করেছে। বিএনপির পারফরমেন্স বিবেচনা করলে এই ভোটেও তাদের ভোটের সংখ্যা কম নয়। বিরোধী দল হিসেবে তারা ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়।

ইচ্ছেখুশি কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে বারণ কাছাড়ের কৃষি বিজ্ঞানীদের

শিলচর (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অধিক লাভের আশায় কৃষকরা নিজেদের থেকেই চাষাবাদ করে থাকেন, এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়। নিজেদের থেকে ইচ্ছানুসারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়। পরিবেশও দূষিত হয়, এই মত ব্যক্ত করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

বুধবার শিলকুড়িতে কুসমা মহিলা উন্নয়ন নামের এক বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাছাড়ের উদ্যোগে এক কৃষি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কুসমা বেগমের পৌরোহিত্যে এদিনের সচেতনতা সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মৎস্য বিজ্ঞানী ড় আবদুল রহমান বলেন, কৃষকদের আয় দ্রুত বড়াতে হলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। কৃষকরা যাতে উন্নত পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের প্রগতিশীল কৃষকের তালিকায় নিজেদের উন্নীত করতে পারেন এর জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা দ্রুত লাভবান হতে পারবেন।

তিনি আরও জানান, বিভিন্ন স্থানে চাষিদের প্রগতিশীল কৃষকে রূপায়িত করতে জেলার গ্রামেগঞ্জে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদের ব্যবস্থা রয়েছে, কেবল এগিয়ে আসতে হবে কৃষকদের। তিনি জানান গত বছর কাছাড় জেলায় প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে প্রদর্শনীমূলক রাজমা চাষ করা হয়েছিল। এতে ব্যাপক সাফল্য দেখা গেছে। একই ভাবে কাছাড় জেলায় মাসকলাই, তিল, বীজ উৎপাদন, উন্নত মাছের চারা উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।

মৎস্য বিজ্ঞানী ড় আবদুল রহমান আরও বলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ থেকেও বাড়াতে হলে মিশ্র পন্থা অবলম্বন করে চাষাবাদ করতে হবে। পশুপালন এবং মাছ চাষ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা এবং বরাক উপত্যকায় এর সম্ভাবনা প্রচুর বলে দাবি করেন তিনি।আবহাওয়া বিভাগের বিজ্ঞানী ইজাবুল আহমেদ বলেন, বর্তমান যুগে আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে চললে কৃষকরা ক্ষতির পরিমাণ কুড়ি শতাংশের বেশি কমাতে পারেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা আরম্ভ করেছে। ভারতের ৬৬০টি জেলায় কৃষকদের আবহাওয়ার প্রদানের প্রকল্প আরম্ভ করা হয়েছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসের গুরুত্ব কৃষিক্ষেত্রে অপরিসীম, তার প্রতি লক্ষ রেখে ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কাছাড় জেলায়ও। তিনটি বিভাগে এই ব্যবস্থাকে বিতরণ করা হয়েছে যেমন, আবহাওয়া কেমন থাকবে, এ সম্পর্কে সাবধানতা এবং বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা। আগাম পাঁচদিনের আবহাওয়া সম্পর্কিত সূচনা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও বলে দেওয়া হয়ে থাকে। যাতে কৃষকরা আগাম সংকেতের মাধ্যমে নিজেদের চাষাবাদ করতে পারেন। কাছাড় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র মারফৎ প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবার আবহাওয়া বুলেটিন প্রচার করা হয়। তা সংবাদ মাধ্যম এবং মোবাইল মারফৎ কৃষকদের প্রেরণও করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উষ্ণতা বাড়ছে, রাসায়নিক দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কমছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হন কৃষকরা, জানান তিনি। জানান, জলবায়ু পরিবর্তনেরও ব্যাপক পড়ছে সব ক্ষেত্রেই। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন ডিআইসি অ্যাপারর্টের পক্ষে জাহাঙ্গির আলম মজুমদার, পিচ ফাউন্ডেশন-এর মুখ্য উপদেষ্টা শবনম সুলতানা প্রমুখ।

শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র-র ট্রাস্টি হলেন বিমলেন্দ্র মোহন প্রতাপ মিশ্র

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত 'শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্টের ট্রাস্টি করা হয়েছে অযোধ্যার রাজা বিমলেন্দ্র মোহন প্রতাপ মিশ্রকে। তাঁকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিলেন কমিশনার এসপি অগরওয়াল। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অনুজ ঝাঁ। দিল্লির গ্রেটার কৈলাশে তৈরি করা হবে ট্রাস্টের কার্যালয়। ইতিমধ্যে ট্রাস্ট গঠনের গ্যাজেট প্রকাশ করেছে সরকার।

উল্লেখ করা যেতে পারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ট্রাস্ট গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মর্মে বুধবার সংসদ নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিবৃতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, রাম মন্দির নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়া তদারক করবে 'শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট। তিনি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন স্বাধীন ভাবেই এই ট্রাস্ট মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে পারবে।

সঙ্ঘের বৈঠকে সামাজিক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব ভগবতের

ভোপাল, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কার্যকর্তাদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ তৈরি করে সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন সরসঙ্ঘচালক ড় মোহন ভাগবত। এদিন তিনি বলেন, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত সংঘবদ্ধ সমাজ নির্মাণের সহযোগিতা করবেন। সঙ্ঘ মনে করে পরিবারই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি। সামাজিক পরিবর্তনের পরিবারগুলিতে ভারতীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৯ সালে গোয়ালিয়ে আয়োজিত সঙ্ঘের সর্বোচ্চ বৈঠকে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভাতে কুটুম্বের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগ জনগণের আস্থা অর্জনে সম হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত থেকে বিচার কাজ পরিচালনা করে দেশে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সফরে ইতালি অবস্থান করায় তার প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। এসময় স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে সম হয়েছি। অপরাধীর কোনো দল নেই, তার পরিচয় কেবলই অপরাধী এবং অপরাধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন তার বিচার হবেই। প্রকৃত আসামিরা যাতে সাজা পায় ও নিরপরাধরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সজাগ রয়েছে। সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে আইনশৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে অপরাধী চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার লয আমরা বিচার বিভাগে নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৬ লাখ ৪০ হাজার ৬৩৯ (২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) যার বিপরীতে কর্মরত বিচারকের সংখ্যা অপ্রতুল। ইতোমধ্যে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের ৬ জন, হাইকোর্ট বিভাগে ৩৭ বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া করেছে। এছাড়া অধস্তন আদালতে ৭৬৮ জন সহকারী জজ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৩তম বিজেএস পরীার মাধ্যমে ১০০ জন সহকারী জজ নিয়োগের জন্য লিখিত পরীা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৪তম বিজেএস পরীার মাধ্যমে আরও ১০০ জন সহকারী জজ নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে ৮৮৬টি পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দ্রুত নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।এজলাস স্বল্পতা দূর করে সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টা ব্যবহার করে বিচার কাজে গতিশীলতা আনায়নে কাজ করে যাচ্ছি। অধস্তন আদালতের জন্য ৪২টি জেলায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি জেলায় সম্পূর্ণ ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আদালতে মামলার বিচার নিষ্পত্তি পাশাপাশি নতুন মামলা দায়েরের হার কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

ভরত-শংকর না অঞ্জনা ! প্রসেনজিতের পর আর্টিস্ট ফোরামের নয়া কার্যকরী সভাপতি কে ?

টলিউড ইন্ডাস্ট্রির আর্টিস্ট ফোরাম ফের খবরের শিরোনামে। তবে এবার বকেয়া টাকা সমস্যার জন্য নয়। বরং কারণটা অন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচারস আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে অতি শীঘ্রই। কার্যকরী সমিতির নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে উঠে আসছে চার জনের নাম। ভরত কল, শংকর চক্রবর্তী, অঞ্জনা বসু এবং পার্থসারথি দেব-এই চার জনের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীর হাতেই নির্বাচনের মাধ্যমে ন্যাস্ত হবে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচারস আর্টিস্ট ফোরামের দায়িত্ব। এর আগে আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় ।ইতিমধ্যেই প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় আর্টিস্ট ফোরামের তরফে কার্যকরী সমিতির নির্বাচনে (২০২০-২০২১) যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির সদস্যদের। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে টলিউড আর্টিস্ট ফোরামের ভোট উতসব। কার্যকরী সভাপতি পদে ৪ জনের নাম থাকলেও সূত্রের খবর বলছে, এই চার প্রার্থীর মধ্যে অভিনেতা ভরত কল এবং শংকর চক্রবর্তীর দিকেই ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় অংশ ঝুঁকছে। কার হাতে যাবে আর্টিস্ট ফোরামের দায়িত্ব? আড়াই হাজারেরও বেশি ভোটার নেবেন সেই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যেই বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে শোনা যাচ্ছে একাধিক জল্পনা।"হাড় ভেঙেছে, তবে চিন্তার কারণ নেই", দুর্ঘটনার পর জানালেন গায়ক সৌমিত্র নিজেইতবে শংকর চক্রবর্তী এবং ভরত কলের মধ্যে হেলদি কম্পিটশন। একে অপরকে নিয়ে বেশ আশাবাদী। এমনকী ভরতের কথায়, শংকরের মতো দায়িত্ববান প্রার্থীর কাছে তিনি হারতেও রাজি আছেন। তবে ইন্ডাস্ট্রিকে সেভাবে চেনেন না কিংবা জানেন না, সেরকম কোনও প্রার্থীর হাতে ক্ষমতা গেলে, তা যে মোটেই সুখকর হবে না। আখেড়ে ইন্ডাস্ট্রিরই ক্ষতি। সেরকম উদ্বেগের সুরও শোনা যায় ভরত কলের গলায়। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ অভিনেতা শংকর চক্রবর্তীর মতে, ফোরামের সদস্যরা যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, মাথা পেতে নেবেন।"ভোর ৪টেয় উঠতে হলেও ইন্ডিগোতে যাব না", কুণাল কামরার সমর্থনে জেদ অনুরাগেরপ্রসঙ্গত, বিগত দু"বছর ধরে প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় কার্যকরী সভাপতি পদে থাকার পর সম্প্রতি নিজেই পদত্যাগ করেন। তারপরই সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল অভিনেতা জিত মদনানি এবং গায়ক অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তবে দুজনেই ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কথা জানিয়ে নাকচ করে দেন ফোরামের প্রস্তাব। এরপরই কার্যকরী সভাপতি পদের জন্যভরত কল, শংকর চক্রবর্তী, অঞ্জনা বসু এবং পার্থসারথি দেব- এই ৪ জনকে মনোনীত করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় ইন্ডাস্ট্রির হাল ধরার জন্য অভিনেতা জিত ও দেবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সত্যজিতের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ, বড়পর্দায় ফের অপু-দুর্গা

গ্রাম বাংলার নিসর্গ, দিদির হাত ধরে কাশফুলের দিগন্তবিস্তৃত মাঠে অপুর ছুটে চলা, ইন্দিরা ঠাকুরণের বলিরেখা ভরা মুখে ফোকলা হাসি অথবা অপুর উদ্দেশে দুর্গার সেই পুরনো না হওয়া সংলাপ, """সেরে উঠলে আমায় তুই একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?""... "পথের পাঁচালি" বলতেই এ সব স্মৃতি মনে আসে আমাদের।অপু-দুর্গা যদি আরও এক বার ধরা দেয় বড় পর্দায়? পরিচালক সুমন মৈত্র বেশ কিছু দিন ধরেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন এমন কিছু ভাবনার। অবশেষে জানা গেল, বাঙালির সেই নস্টালজিয়াকেই উস্কে দিয়ে বড়পর্দায় তিনি নিয়ে আসছেন তাঁর পরবর্তী ছবি "আমি ও অপু"।সত্যজিত রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই ছবি তাঁর প্রতি সুমনের শ্রদ্ধার্ঘ।কিন্তু এমন একটা বিষয় যার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালি সেন্টিমেন্ট- নস্টালজিয়া, সামান্য ভুলচুকও যে বাঙালি সহ্য করবে না, জানার পরেও রিস্কটা নিতে গেলেন কেন পরিচালক? আনন্দবাজার ডিজিটালের এই প্রশ্নে সুমন বললেন, "আমার পরের ছবি ছিল ৭১। তার পর কী নিয়ে ছবি করব, এ সব ভাবতে ভাবতেই হঠাত মনে হল পথের পাঁচালি নিয়ে কিছু করলে কেমন হয়। সত্যজিতের ছবি নয়, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করেই আজকের আঙ্গিকে ছবিটি বানানোর কথা ভেবে ফেললাম। আমার খুব পছন্দের লেখক জসিমুদ্দিন এবং জীবনানন্দ দাশ। গ্রামবাংলাকে ওঁদের চেয়ে ভাল ফুটিয়ে তুলতে খুব কম লোকই পেরেছেন বলে আমার মনে হয়। আমার ছবিতে কিন্তু ওঁদের কাজও এসে মিশেছে।""""সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়েছে নিশ্চিন্দিপুরকে ২০২০-তে এসে আবার নতুন ভাবে তৈরি করা। শহর এগোচ্ছে, ছোট হচ্ছে গ্রাম। মেঠোপথ, আল আর কোথায়?"""" আক্ষেপ সুমনের গলায়। শুটিং হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। কখনও উত্তর ২৪ পরগনা, আবার কখনও বা হুগলি। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কিছু জায়গাতেও শুটিং হয়েছে।অপু এবং দুর্গা, এই দুই মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঈশান রাণা এবং প্রকৃতি পূজারী। আবহসঙ্গীতে বাপ্পাদিত্য শুভ্র। কবে মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি? পরিচালক জানালেন, আগে কিছু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবে ছবিটি পাঠাতে চান তিনি। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরের শেষের দিকেই দর্শক দেখতে পাবেন "আমি ও অপু"।

কোনভাবেই শাহরুখের বাড়ির খাবার খাবেন না তাই পার্টিতে টিফিন নিয়ে যান আমির !

সালটা ২০১৬, শাহরুখের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন "অ্যাপেল" এর সিইও টিম কুক। হাজির হয়েছিলেন শাহরুখের আরও বেশকিছু বিদেশি বন্ধু-বান্ধব। সেই সুবাদে বাড়িতে পার্টির আয়োজন করেন শাহরুখ খান। সেই পার্টিতে বি-টাউনের বেশকিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকেও আমন্ত্রণ জানান শাহরুখ-গৌরী। সেই তালিকায় ছিলেন আমির খানও।তবে সেইবার শাহরুখের পার্টিতে গেলেও আমির কোনওভাবেই শাহরুখের বাড়ির খাবার খাননি। খেয়েছিলেন নিজের বাড়ি থেকে টিফিন বক্সে করে নিয়ে যাওয়া খাবার। আমিরের এই কাণ্ডে নিশ্চই হতবাক হচ্ছেন?সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমির এমনটা কেন করেছিলেন সেকথা নিজেই জানিয়েছেন বলিউডের মিস্টার পারফেক্টশনিস্ট। বরাবরই নিজের অভিনয়, চরিত্র নিয়ে ভীষণই পারফেক্ট থাকার চেষ্টা করেন আমির। এমনকি চরিত্রের প্রয়োজনে নিজের চেহারা বদলে ফেলতেও পিছপা হন না তিনি।সম্প্রতি, একটি বইয়ের উদ্বোধনে গিয়ে সাংবাদিকরা আমিরকে জিজ্ঞাসা করেন, বি-টাউনের বিভিন্ন পার্টিতে গেলে তিনি কীভাবে নিজের ডায়েট বজায় রাখেন। উত্তরে আমির বলেন "আমি টিফিন বক্স নিয়ে যাই।" তার মুখে এমন কথা শুনে সকলেই হেসে ফেলেন। ঠিক তখনই আমির জানান, "দঙ্গল"-এর শ্যুটিংয়ের সময় তিনি কী করেছিলেন।আমির জানান, "আরে আমি সত্যিই বলছি। শাহরুখের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। ওর বাড়িতে যখন অ্যাপেলের সিইও এসেছিলেন তখন ও পার্টি রেখেছিল। পার্টিতে গৌরী আমায় বলে অবশ্যই খাবার খেয়ে যাবে। আমি তখন বললাম অবশ্যই। আমি টিফিন এনেছিতো। ও আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। আমি তখন ওকে বললাম দঙ্গলের জন্য আমি এক্কেবারে কড়া ডায়েট মেনে চলছি।"প্রসঙ্গত দঙ্গলের জন্য আমিরকে পাঁচ মাসে ৩০ কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছিল। দঙ্গলের জন্য আমির নিজের ওজন বাড়িয়ে ৯৬ কেজি করে ফেলেছিলেন।

সড়ক দুর্ঘটনার শিকার বাদশা, গাড়িতে এয়ার ব্যাগ থাকায় রক্ষা !

বিনোদন ডেস্ক: সড়ক দুর্ঘটনার শিকার বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বাদশা।পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় শুটিং করছিলেন তিনি সেই সময় হাইওয়েতে সিরহিন্দ ও মান্দি গোবিন্দগড়ের মাঝের একটি স্থানে তার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।সেখানে তিনি তার পরবর্তী সিনেমার শুটিং করছিলেন।সেই হঠাত করে রাস্তার ডিভাইডারের পাশে একটি স্ল্যাবের সঙ্গে গাড়িটি ধাক্কা লাগে। সূত্রের খবর অনুযায়ী ঘন কুয়াশার জন্য ঘটনাটি ঘটেছে।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়ির ছবি। ভাইরাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাড়ির বোনেট ভেঙে গেছে। যদিও গাড়িতে এয়ার ব্যাগ থাকায় বাদশার কোনো ক্ষতি হয়নি।

'আমি অন্য মেয়েকে ভালবাসি !" বিয়ের আট বছর পর জেনেলিয়াকে এমনই বললেন রিতেশ দেশমুখ

মুম্বই: গতকালই ছিল অভিনেতা রিতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়ার বিবাহ বার্ষিকী। আট বছর এক সঙ্গে হেঁটে ফেললেন তাঁরা। তাঁদের রয়েছে মিষ্টি দুটি ছেলেও। সিনেমাতে এই দুজনকে খুব একটা দেখা না গেলেও, বলি টাউনের সব পার্টিতেই দেখা যায় এই মিষ্টি কাপলকে। কিন্তু এমন কি হল, যে আট বছর পর অন্য মেয়ের প্রেমে পড়লেন রিতেশ। আর সে কথা স্ত্রীকে জানিয়েও দিলেন।কিন্তু ভালবেসে বিয়ে করেছেন তাঁরা। প্রেমও আছে বেশ। তবে হলটা কি ? কিছুই না পুরো বিষয়টাই মজা করে করেছেন রিতেশ ও জেনেলিয়া। রিতেশ তাঁর ইনস্টা প্রোফাইলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে কথায় কথায় তিনি জেনেলিয়াকে বলছেন, "আমি অন্য মেয়েকে ভালবাসি'।

দাউদের সঙ্গে অনিল কাপুরের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন সোনম

দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে অনিল কাপুরের যোগাযোগ নিয়ে বহুদিন আগের মিডিয়া-হাইপ আজও ভুলতে পারেনি বলিউড। বলিউডের একাধিক

তারকার সঙ্গে নব্বইয়ের দশকে দাউদের যোগ নিয়েও মিডিয়ার আতস কাঁচ গভীর হতে থাকে। একটি ছবিতে অনিল কাপুরের সঙ্গে দাউদকে একটি ক্রিকেট মাঠে দেখতে পাওয়া যায়। সেই ছবি নিয়ে আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে বলিউডে যোগ ঘিরে বিতর্ক ওঠে।এখন প্রায় এক যুগ পরে সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন অনিল কন্যা সোনম কাপুর। একটি কটাক্ষের টুইটের জবাব দিতে গিয়ে সোনম লেখেন, সেই সময় রাজ কাপুর ও কৃষ্ণা কাপুরের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন অনিল কাপুর। মূলত, কাশ্মীর নিয়ে কিছুদিন আগেই সোনম মুখ খোলেন। যার প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তি তাঁকে অনিল কাপুরের সঙ্গে দাউদের যোগ নিয়ে প্রশ্ন করাতেই এমন জবাব দেন সোনাম।উল্লেখ্য, বলিউডে কান পাতলেই শোনা যায় যে মোদীর প্রতি ঘনিষ্ঠতা অনিল কাপুরের বেশি। আর তাঁরই মেয়ে সোনম কিন্তু মোদীর চরম বিরোধী। আর সেই সূত্র ধরেই টুইটারে এমন জোর বিতর্ক শুরু হয়।

দেবকে ছাড়াই "সুইজারল্যান্ড"-এ রুক্মিণী

বুধবারই শুরু হয়েছে দেবের গোলন্দাজ-এর শুটিং আর এদিনই সুইজারল্যান্ড পাড়ি দিলেন রুক্মিণী মৈত্র। ছুটি কাটাতে নয়, নতুন ছবির শুটিংয়ে। আগের দিনই সোশাল মিডিয়ায় "গোলন্দাজ"-এর চিত্রনাট্যের সঙ্গে "সুইজারল্যান্ড"-এর স্ক্রিপ্টের ছবি পোস্ট করেছিলেন দেব। এদিন সকালেই মুক্তি পেল ছবির ফার্সলুক।আগেই জানা গিয়েছিল আবিরের সঙ্গে জুটি বেঁধ বড়পর্দায় আসছেন রুক্মিণী। এবারে যাত্রা শুরু হল সেই ছবির। ২০১৯ থেকেই ছকভাঙা পথে হাঁটছে টলিউড। চর্চিত জুটি ভেঙেচুরে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একসঙ্গে পর্দায় নিয়ে আসছেন পরিচালকরা। এবার সুইজারল্যান্ড"-এর সৌজন্যে আরও এক নতুন জুটি পেতে চলেছে টলিপাড়া, রুক্মিণী মৈত্র ও আবির চট্টোপাধ্যায়।মধ্যবিত্ত চেনা সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হতে চলেছে এই ছবি। সেখানে দম্পতির ভূমিকায় এই দুই অভিনেতা। পোস্টারেও সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে। দুটি শিশু শিল্পীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে আবির-রুক্মিণী।"সুইজারল্যান্ড"-এর ফার্সলুক।জিত প্রযোজিত এই ছবিতে প্রথমবার দেখা যাবে আবির-রুক্মিণী জুটিকে। এর আগে দেব ছাড়া অন্য কোনও নায়কের সঙ্গে কাজ করেননি রুক্মিণী। এমনকি দেব এন্টারটেইমেন্টের বাইরে যে প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন সেখানেও তাঁর "একমাত্র হিরো" ছিলেন দেব। সেই চেনা ছক থেকে বেরিয়ে এলেন রুক্মিণী।এর আগেও জিতের প্রযোজনা সংস্থার তরফে "বাচ্চা শ্বশুর" আর "শেষ থেকে শুরু"- এই দুটো ছবির অফার করা হয়েছিল নায়িকাকে। কিন্তু ডেটের সমস্যার কারণে তা করতে পারেননি তিনি। অম্বরিশ ভট্টাচার্যকেও দেখা যাবে নতুন ছবিতে।অন্যদিকে, সম্প্রতি জিতের প্রযোজনা সংস্থার ছবি "অসুর"-এও কাজ করেছেন আবির। এটা তাঁর দ্বিতীয় ছবি। জিত অভিনয় করছেন না "সুইজারল্যান্ড"-এ।

ছবি ভালবাসি ! কিন্তু ওয়েব সিরিজটা একটা চ্যালেঞ্জ: অয়ন চক্রবর্তী

কলকাতা: পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীর ওয়েব সিরিজ জাজমেন্ট ডের স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে শুরু হয় স্ট্রিমিং। তার আগেই ফোনে ধরা গেল অয়নকে। স্বভাবসিদ্ধ শান্তভঙ্গিতে কথা বললেন অয়ন। তবে কথার শুরু হলে গলায় ধরা পড়ল উচ্ছ্বাস। তার সঙ্গে কথা বললেন পূজা বসু দত্ত।প্রশ্ন- সিরিজ বানানোর অভিজ্ঞতা কেমন? উত্তর- খুবই ভাল। দ্বিভাষী এই সিরিজে ৫০০ মিনিট বাংলা এবং ৫০০ মিনিট হিন্দি ভাষায় শ্যুট হয়েছে। প্রায় ৬০ দিনের শ্যুটিং চলেছে। ফলে ইউনিটের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দারুণ বন্ডিং। কাজও হয়েছে মজা করে। তাই অভিজ্ঞতা বেশ ভাল। তবে যেহেতু এটা একটা থ্রিলার। তাই গতি বা পেস ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ ছিল। এবং এর সেকেন্ড সিজনও আসবে। তাই সেভাবে শ্যুট করেতে হয়েছে।প্রশ্ন-ছবি নাকি সিরিজ, কোনটাকে এগিয়ে রাখবে? উত্তর- অবশ্যই ছবি। কারণ বড় পর্দায় ছবি দেখার মজাই আলাদা। আমি নিজে বড়পর্দার প্রেমী। তাই দেখার দিক থেকে ছবিই এগিয়ে থাকবে। তবে আমি জাজমেন্ট ডে একেবারে ছবির মতো করেই শ্যুট করেছি।প্রশ্ন- এই মুহূর্তে কতটা প্রাসঙ্গিক জাজমেন্ট ডে ইস্যুটি? কেন এই বিষয়টি নির্বাচন করলেন? উত্তর- আমার তৈরি সিরিজে ঠিক ধর্ষণ নয়, ধর্ষণ নিয়ে সমাজে মনোভাবকে তুলে ধরেছি। দিনে গড়ে ৯০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তাও যেগুলির অভিযোগ দায়ের হয়। বাকি আরও কত ঘটছে, তা জানা যায় না। এবং যারা ধর্ষিতা, তাদের নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। কেন এমন জামা পরেছে? এই সময় বাইরে থাকা উচিত হয়নি, এমন প্রশ্ন ওঠে তাদের নিয়েই। এমন নৃশংস ঘটনার জন্য ধর্ষিতাদেরই দায়ী করা হয়। ২০১৭-র স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। খবরের কাগজ, টিভি বা নিজের কিছু অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিষয়টি বেছে নিয়েছিলাম। আমরা এত সভ্য হচ্ছি, শিক্ষিত হচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই ধর্ষণ নিয়ে মনোভাব বদলাচ্ছে না।প্রশ্ন-মধুমিতা ও সোহিনীর সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগল? উত্তর- সোহিনীর সঙ্গে আগে কাজ করেছি। ও অসম্ভব ভাল অভিনেত্রী। তবে আমায় অবাক করেছে মধুমিতা। ওকে দেখতে খুব ভাল লাগত আমার। ওর একটি সিরিয়াল নিয়মিত দেখতাম। তবে ওযে এত ভাল অভিনেত্রী, কাজ করতে গিয়ে তার প্রমাণ পেলাম।প্রশ্ন-বান্ধবীর জন্মদিনের দিনই জাজমেন্ট ডে স্ক্রিনিং শুরু হচ্ছে। এটা কি প্রিয়তমার বার্থডে গিফ? উত্তর- (শান্ত আবার মজাদার ভাবে) হ্যাঁ মিটিং-এ বলেছিলাম ওদিন অদিতির জন্মদিন। ডেট টা পিছিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি করে দিন!

সকাল সকাল হাজির কেক, সপরিবারে জন্মদিন পালন জুনিয়ার বচ্চনের

বচ্চন পরিবারে জন্মদিনের ঘরোয়া পার্টি। ৪৪-এ পা দিলেন অভিষেক বচ্চন। এই বিশেষ দিনটির শুরুটা কেমন কাটল অভিনেতার, তার উত্তর মিলল এবার নেট দুনিয়ায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক বচ্চনের জন্মদিনে একটি ফ্যামিলি ফোটো শেয়ার করলেন ঐশ্বর্য রায় বচ্চন। বচ্চন বধূর শেয়ার করা এই ছবিটিতে দেখা গেল পরিবারের সকলকেই। অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, ঐশ্বর্য ও আরাধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পোজ দিলেন অভিষেক।জন্মদিনে বিশেষ কোনও পার্টির আয়োজন হল কি না তার উত্তর এখনও মেলেনি। তবে সকাল সকাল যে একটা সুন্দর কেক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন পরিবারের সকলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেকটিতে রইল সব কিছুই যা অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে অতপ্রত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ফোন ফুটবল খেলার মাঠ, ফোনের ওপরেই লেখা রয়েছে তাঁর বয়স, ৪৪ ।সোশ্যাল মিডিয়াতেই অভিষেকের প্রতি ভালোবাসা জাহির করলেন ঐশ্বর্য। ছবি শেয়ার করে লিখলেন-শুভ জন্মদিন বেবি-পাপ, লাভ লাভ লাভ সবসময়। এই পোস্টটিতে আবার অভিষেক বচ্চনও লাভ ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একদিন এগেই সপরিবারে অভিষেক ও ঐশ্বর্য হাজির হয়েছিলেন অমন ও অনীশার বিয়ের আসরে। সেই ছবিও ছড়িয়ে পড়েছিল নেট দুনিয়ায়।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিয়োগের তালিকায় প্রথম সানি লিওন ! হঠাত অভিনয় ছেড়ে চাকরি কেন ?

বিহারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের তালিকা। আর তারই শীর্ষে স্থানে সানি লিওন! অভিনয় ছেড়ে খামোখা ইঞ্জিনিয়ারিং কেন? এমন খবরে প্রাথমিক ভাবে তো ধাক্কা লাগারই কথা।সংস্থার ওয়েবসাইটে এখনও ১ নম্বরে জ্বলজ্বল করছে সানি লিওনের নাম। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। অভিনেত্রী সানি নন, তবে প্রথম স্থানে যে ছাত্রী রয়েছেন, তাঁর নামও সানি লিওন বটে। বয়স ২৮ বছর। প্রায় ২০০টি লোক নেওয়ার কথা, সেখানে আবেদন করেই ৯৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ঘটেছিল এমন আজব ঘটনা। যা রীতিমত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

PH & FAX:(0381)-2867244, email id: eerdbsg@gmail.com

CORRIGENDUM

Please refer to the PNIe-T-16/EE/RD/B5GD/SPJ/2019-20/3168, dt. 28.01.2020 & subsequent DNIeT No:-97/KTL/ EE/ RD-B5GD/SPJ/2019-20 for Construction of Common Service Centre *(CSCs)* at Jatrapur GP under Kathalia RD Block. Please read ***"Store materials like Cement and 415 Tor-steel amounting to Rs 37.00 Lakhs will be issued from the Deportment to the successful Contractor"*** instead of ***"No materials will be provided from the Department"*** in the Clause No. 19.d, Page No-68 of the DNIT The amount will be recovered from the Running Bills as per issue rates. All other parts of the said PNIT & DNIT will remain unchanged.

ICA/C-2389/2019-20

(Er. Kajal Dey
Executive Engineer
RD Bishramganj Division
Sepahijala District

NO.F.4(34)-D-ESMP/PUB/2018/416-21 Dated Agartala 4th February, 2020

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are hereby invited from the experienced printers for printing of Leaflets both in English and Bengali language for the Directorate of Employment Services & Manpower Planning, Government of Tripura, Office Lane, Agartala as per terms and conditions. Tenders will be received in this Directorate from 10.30 a.m to 3 p.m in all working days upto 18th February, 2020. Intending bidders may collect detailed copy of DNIT and other details from the office of the undersigned in any working days during office hours upto 18.02.2020. Bidder may also download tie same from our website www.employment.tripura.gov.in.

ICA/C-2397/2019-20

(B. Debbarma)
Director
Employment Services & Manpower Planning, Tripura

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender(s) vide **PNIeT No. 09/EE/TLM/2019-20, Dt. 27/01/2020** for the following works up to **3.00 P.M.** on **20/02/2020.** Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in from **31/01/2020 to 20/02/2020.** Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

Sl. No.	Name of the work / DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class Bidder
1.	DNIeT No. 22/EE/TLM/ PWD(R&B)/2019-20	Rs. 24,24,294.00	Rs. 24,243.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class

ICA/C-2391/2019-20

(Er. M. K. Das)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Teliamura Division

বুধবার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বইমেলা নিয়ে আগাম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ-ভারতের বস্ত্রখাত একসঙ্গে এগিয়ে যাবে: বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বস্ত্রখাত একসঙ্গে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী।

বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর লেক-শোর হোটেলে 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইন্ড্রাস্ট্রি ফোরাম'র (আইবিটিআইএফ) এক সভায় এসব কথা বলনে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী।

বাংলাদশ-ভারত বস্ত্র খাত সম্প্রসারণ ও রফতানি বৃদ্ধির লয ২ দিনব্যাপী প্রথমবারের মতো এ সভার আয়োজন করা হয়। গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ-ভারতের বস্ত্রখাত আরও সম্প্রসারিত হবে, উন্মোচিত হবে নতুন সম্ভাবনা। এতে করে বস্ত্রখাতের সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের জনগণও উপকৃত হবে। দুই দিনের সভায় 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ টেক্সটাইল ফোরাম' কিছু সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে।

বস্ত্রখাতের টেকসই উন্নয়নে এই ফোরাম সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য ঘাটতি দূর করতে সহায়তা করবে বলে আশা করি। দুই দেশের বস্ত্রখাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই ফোরাম বস্ত্রখাতের উন্নয়নে প্রতিবছর নিখুঁতভাবে আমদানি-রফতানির চিত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবে, যাতে উভয় দেশ তা থেকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়াও বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং বাণিজ্য সহযোগিতার বিষয় আরও সম্প্রসারতি হবে। ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা সাপেে দুই দেশের স্বার্থ রা করেই সিদ্ধান্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সভায় ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস বলেন, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নেও দুই দেশ এক সঙ্গে কাজ করে যাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- এফবিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, ভারতীয় বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী রবি কাপুর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, জুট ডাইভারসিফিকেশন অ্যান্ড প্রমোশন সেন্টারের (জেডিপিসি) নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম প্রমুখ।

রোহিঙ্গাক্যাম্পে শিার উদ্যোগ নেয়ায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।।কক্সবাজারে র রোহিঙ্গাক্যাম্পে আনুষ্ঠানিক শিাব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত অ্যাডামা ডিয়েং। বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা বন্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য মোকাবিলা ও উসকানি প্রতিরোধ: জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়- শীর্ষক এক সভায় তিনি এ প্রশংসা করেন।

বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।এতে উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এতে বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন তিনি। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ উপলে জাতিসংঘের জেনোসাইড প্রিভেনশন ও রেসপন্সিবিলিটি টু প্রটেক্ট কার্যালয় এ সভার আয়োজন করে। এতে সহ-আয়োজক ছিল বাংলাদেশ, মরক্কো ও ইতালি।রাষ্ট্রদূত ফাতিমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয় উক্তি 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' উদ্বৃত করেন। কীভাবে বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলে-মিশে বসবাস করছে তা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আমরা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে গঠিত 'গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফান্ড (জিসিআরইএফ) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আন্তঃধর্মীয় প্রচারণা, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ও সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক গ্রুপ অব ফ্রেন্ডসের সদস্য।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত অ্যাডামা ডিয়েং। তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিক শিাব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

ঢাকার দুই সিটিতে নতুন করে নির্বাচনের দাবি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৫।ঢাকার দুই সিটিতে নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (০৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গুলশানে ইমানুয়েল ব্যাংকুয়েট হলে ঢাকা উত্তর ও দণি সিটি করপোরেশন নির্বাচন পরবর্তী যৌথ সংবাদ সম্মেলন তিনি এ দাবি জানান। এর আগে ঢাকা দণি ও উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত দুই মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন এবং তাবিথ আউয়াল ভোটের অনিয়মে চিত্র তুলে ধরেন।ফখরুল বলেন, আমাদের দুই প্রার্থী সিটি নির্বাচনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। কারচুপির এই ফলাফল বাতিল করে ফের নির্বাচনের দাবি জানান তিনি।তিনি বলেন, এই সরকার অবৈধভাবে মতা দখল করে সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, আমরা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। এ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। সুতরাং এ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ফের নতুন নির্বাচন দিতে হবে। তাই আমরা নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে নিরপে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।ফখরুল বলেন, আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ল্য করেছি, নির্বাচন কমিশনের অধীনে জনগণের কোনো আস্থা নেই বলে ভোটারদের উপস্থিতি ছিলো না। আজকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠেছে এই ধরনের একটি নির্বাচনে যেখানে প্রকৃতপে ৭-৯ ভাগের বেশি ভোট পড়েনি। তারা সেটিকে ২৪ ভাগ দেখাচ্ছে। নির্বাচনে যারা জয়ী হতে পেরেছেন তাদের আসলে আইনগত যোগ্যতা থাকবে কিনা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা? তিনি বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া গণতন্ত্র ফিরবে না। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে হবে।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকার দুই সিটির নির্বাচনে ভোটের ফলাফল সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন বিএনপির দুই প্রার্থী তাবিথ আউয়াল ও ইশরাক হোসেন।এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, আবদুল আউয়াল মিন্টু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূইঁয়া, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দপ্তর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

বেতন না পেয়ে ক্ষোভে প্রাথমিক বিদ্যালয় চক্রের অফিসে তালা ঝোলালেন শিক্ষকেরা

ঝাড়গ্রাম, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জানুয়ারি মাস থেকে বর্ধিত বেতন না পেয়ে ক্ষোভে প্রাথমিক বিদ্যালয় চক্রের অফিসে তালা ঝোলালেন শিক্ষকেরা। অফিসের সমস্ত আধিকারিকদের ভেতরর রেখে তালা ঝুলিয়ে বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে ডিআই অফিস থেকে আধিকারিকেরা এসে আশ্বাস দেওয়ার পরেই অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেয় শিক্ষকেরা। বুধবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার বিনপুর এক ব্লকের বিনপুর এক চক্র অফিসে।

বিনপুর এক চক্র অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে এই চক্রের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে বাহাত্তরটি।এই বিদ্যালয় গুলির মধ্যে মাত্র তিপ্পান্ন জন শিক্ষকের বর্ধিত বেতন হয়েছে।কিন্তু অভিযোগ এই চক্রের প্রায় ১৭৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন হয় নি।। এদিন ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা দুপুরে চক্র অফিস ঘরের তলা ঝুলিয়ে দেন। চক্র অফিসের বেশ কয়েক জন স্টাফদের ভিতরে রেখেই তালা ঝুলিয়ে দেন এবং অফিস ঘরের সামনে অবস্থানে বসে পড়েন তারা।

তারা দাবি করতে থাকেন ফোনের মাধ্যমে নয় বিদ্যালয় পরিদর্শককে শিক্ষকদের সঙ্গে এসে কথা বলে সমস্যা মেটাতে হবে।ন্যাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুদা সোরেন বলেন " আমাদের চক্রের অধিকাংশ শিক্ষক বর্ধিক বেতনের টাকা পায় নি। তাই শিক্ষকরা ক্ষোভে চক্র অফিসে তলা ঝুলিয়ে ছিলেন এবং তারা অফিসের সামনে অবস্থান করেছিলেন।আমরা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অফিসে এসে আমাদের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের জন্য বলেছিলাম।পরে ডিআই অফিসের প্রতিনিধি এসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে তালা খুলে নেওয়া হয়।"

বিনপুর এক চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন " অন লাইনে আপলোড করতে সময় কম পাওয়া গিয়েছিল।তার জন্য এই সমস্যা হয়েছে।অনেক শিক্ষক বর্ধিত বেতন পয়েছেন।যারা পান নি তারা তালা ঝুলিয়েছেন।আমি পুরো বিষয়টি উর্দতন কতৃপক্ষকে জানিয়েছি।যারা বর্ধিত বেতন পান নি তারা এরিয়ার সমেত টাকা পাবেন।'

ঝাড়্গাম শুরু হল জেলা ছাত্র যুব উৎসব

ঝাড়্গাম, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল ঝাড়্গাম জেলা ছাত্র যুব উৎসব। এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিভা। এদিন জেলা স্তরীয় এই ছাত্রযুব অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

এদিন যুব কল্যান ও ক্রীড় দফতরের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম শহরের বলরামডিহিতে আশোকবিদ্যাপীঠ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে মোট তেত্রিশটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতাটি হচ্ছে।এর আগে ব্লক স্তরে কুড়িটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা হয়েছে।ব্লক স্তর থেকে যারা প্রথম হয়েছে তারা যোগ দিয়েছে জেলা স্তরে।ঝাড়গ্রাম জেলা স্তরে মোট কুড়িটি বিষয়ের প্রথমরা এবং জেলা স্তরে সারাসরি ১৩ টি বিষয়ে যোগদান করেছে প্রতিযোগিরা।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দল গত এবং এককভাবে যোগদান করেছেন প্রতিযোগিরা।পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সীরা এই জেলা স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।জানা গিয়েছে এই তেত্রিশটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র সংগীত,নজরুল গীতি, অতুল— রজনী—দ্বিজেন্দ্র গীতি, আধুনীক বাংলা গান,ভরতনট্যম, ওডিশি, লোক গীতি,বাংলা একাঙ্ক নাটাক,রাজ্য সরকারে বিভিন্ন জনপরিষেবামূলক প্রকল্পভিত্তিক সৃজনশীল উপস্থাপনা,মুখাভিনয় সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে জেলার ছেলে,মেয়েরা দলগত এবং একক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।জানা গিয়েছে জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতা থেকে একক বিভাগ থেকে প্রথম ২৫ জন একক এবং ৮ টি দল যারা প্রথম হবে তারা রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।রাজ্য স্তরে মোট ৪১ টি বিষয় সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে।রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতাটি এগারো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে।ঝাড়গ্রাম জেলা স্তরে প্রতিযোগিতাটি চলবে ছয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এদিন এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস, ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী,ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক

ছয়ের পাতায়

বাঁকুড়ায় ফের হাতির হানায় মৃত্যু, এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ

বাঁকুড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : ফের হাতির হানায় মৃত্যু হল বেলিয়াতোড়ের পুরুষোত্তম পুরে । গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া ও রানীবাঁধের পর এবার বেলিয়াতোড়ের বৃন্দাবন পুর বিটের পুরুষোত্তম পুরে হাতির হানায় প্রান হারালেন এক দিন মজুরের, মৃতের নাম বাহাদুর বাউরি (৪৯)। মঙ্গলবার রাতে সকলের সাথে বাহাদুর বাউরিও হাতি তাড়াতে যান। তখনই ঘটে বিপত্তি। গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলের কাছে আচমকা একটি দাঁতাল ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে শুঁড় করে তুলে নিয়ে যায় জঙ্গলের কিছুটা গভীরে। তারপর আছাড় মেরে পা দিয়ে থেঁতলে দেয়। এই ঘটনার পর বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বন দফতরের কর্তাদের উপর।

এদিন সকালে পুলিশ ও বন কর্মীরা গ্রামে এলে তাদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গত ২ মাস ধরে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বেলিয়াতোড় - বড়জোড়া ও গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ এলাকায় ৩ টি বুনো হাতি তাণ্ডব চালিয়ে বিঘার পর বিঘা মাঠের ফসল নষ্ট এবং বাড়িঘর ভেঙে উপদ্রব চালালেও কোনো প্রাণহানি ঘটায়নি। কিন্তু জানুয়ারির শেষ দিকে ৪ জন গরীব মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল।বন কর্তাদের গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণেই হাতির হানায় মৃত্যু হচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন। গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, মঙ্গলবার রাতে ৩ টি হাতি ফসলের মাঠ মাড়িয়ে এসে গ্রামে ঢোকে। প্রথমে একটি বাড়ির লোহার গেট ভেঙে বিদ্যুৎ এর মিটার বক্স ছাড়িয়ে দেয়। হাতি ঢুকেছে খবর পেয়ে বাসিন্দারা মশাল জ্বেলে হাতি তাড়াতে বের হন। কয়েক দিন ধরেই বাসিন্দারা হাতির উপস্থিতি টের পেলে টিন বাজিয়ে, মশাল জ্বেলে হাতি তাড়াতে থাকেন। তাদের দাবি গত দেড় দশক ধরে দলমা থেকে পালে পালে হাতিরা নেমে এসে বাঁকুড়ায় ঘাঁটি গাড়ত। এই সময়ের মধ্যে প্রতিবছর গড়ে ২৫-৩০ জন করে মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। রাজ্য বন দপ্তরের হস্তক্ষেপে ২০১৭ সালে থেকে হাতির করিডোর বদল করে দেওয়ায় দলমার দাঁতাল বাহিনী বাঁকুড়ায় ঢুকতে না পেরে মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এলাকায় আটকা পড়ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি হাতি ফিরে না গিয়ে বাঁকুড়ায় আবাসিক হয়ে রয়ে গেছে। সেই হাতিরাই জঙ্গলে খাবার না পেয়ে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম থেকে ৩০ হাতির একটি দল দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গল মহল এলাকায় ঢুকে গত সপ্তাহে রানিবাঁধে ২ জনকে মেরেছ। সেই হাতির পালটিকে ফের ঝাড়গ্রামের দিকে পাঠানো হয়েছে বলে বন কর্তারা দাবি করলেও সব হাতিই যে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।এদিকে হাতি হানায় একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক মহল নড়েচড়ে বসেছে। বিজেপি এবার হাতিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে মাঠে নামতে চাইছে।

দলের বড়জোড়া ২ নম্বর মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় পাল বলেন, হাতি তাড়ানোর দায়িত্ব বন দফতর গ্রাম বাসীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা দায়িত্ব এড়িয়েছে। এর জন্য কিছু টাকা তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। এ। যার ফলে এমন দুর্ঘটনা ঘটলো। তিনি বলেন গত বছর হাতি খেদানোর নামে ৬০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই কোটি কোটি টাকা কোথায় যাচ্ছে সব হিসেব চাই আর এভাবে গরীব মানুষের প্রাণ কেন যাচ্ছে তারও জবাব চাই। সিপিএম নেতা সুজয় চৌধুরী মন্তব্য করেন বন কর্তারা এবং শাসক দলের নেতারা চান না হাতি সমস্যা মিটুক। এদিকে এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে হাতি নিয়ে আন্দোলনকারী সংগ্রামী গণ মঞ্চ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা গত ২ মাস ধরে হাতির গতিবিধি দেখে বন কর্তাদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা আমাদের কোনো কথায় কান দেননি। শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের দাবি, রাজ্য বন দফতরকে মৃতের পরিবারের একজনকে অবিলম্বে চাকরি দিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য সরকার মদ খেয়ে মৃত্যু হলেও তাদের পরিবারের চাকরির ব্যবস্থা করেছে। তাহলে হাতির হানায় মৃত্যু হলে কেন চাকরি দেওয়া হবে না ? আমরা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এই দাবিতে জেলা বন পালের কাছে ডেপুটেশন দেব। এ বিষয়ে বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসার দেবদাস রায় বলেন, এখনও পর্যন্ত হাতির হানায় মৃত্যু হলে চাকরি দেবার কোনো নির্দেশিকা আমাদের কাছে নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃতের পরিবারের হাতে নিয়ম মাফিক ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কাছাড়ে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, অভিযোগের ২৪ ঘণ্টা, অধরা অভিযুক্ত স্বামী-সহ চার

কাটিগড়া (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ নিজের স্বামী-সহ চারজনকে অভিযুক্ত করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ২৪ ঘণ্টা আগে। অভিযোগ দায়ের ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও আজ বুধবার পর্যন্ত কোন অভিযুক্তকে আটক বা গ্রেফতার করেনি পুলিশ, খেদ ব্যক্ত করেছেন অভিযোগকারীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে এক গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী। পরে অগ্নিদগ্ধ ওই গৃহবধূকে বিনা চিকিৎসায় ঘরে একমাস বন্দি করে রাখা হয়। এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কাতিরাইল গ্রামে। কোনওভাবে খবর যায় ভুক্তভোগী গৃহবধূর বাপের বাড়িতে। খবর পেয়ে মঙ্গলবার মহিলার বাবার বাড়ির লোকজন এসে তাঁদের মেয়েকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। থানায় তাঁর জবানবন্দি ও এফআইআর নিয়ে চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে ঘটনার বিবরণ সংবলিত এফআইআর-এর বিরুদ্ধে কাটিগড়া থানায় স্বামী পান্তু দাস-সহ চারজনকে অভিযুক্ত করে এক মামলা রুজু করা হয়েছে। ওসি নয়নমণি সিনহা জানান, তদন্ত চলছে। শিগগিরই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।

বিয়ের আগে নির্যাতিতা মহিলা তথা করিমগঞ্জ জেলার ভাঙ্গা গ্রামের মমতা দাসের (ছদ্মনাম) সঙ্গে কাটিগড়ার কাতিরাইল গ্রামের পান্তু দাসের প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। গত তিন মাস আগে অগ্নিসাক্ষী করে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বদরপুরের সিদ্ধেশ্বর শিববাড়িতে তাদের বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় মমতার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। গত তিন জানুয়ারি তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় স্বামী পান্তু। আগুনে দগ্ধ অবস্থায় গৃহবন্দি করে রাখা হয় মমতাকে। একমাস পর সুযোগ পেয়ে মঙ্গলবার খবর পাঠায় বাবার বাড়িতে। বাবার বাড়ির লোক এসে তাকে উদ্ধার করলে ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

ভুটান ভ্রমণে যেতে চালু হচ্ছে প্রবেশ-মাশুল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : যারা আগামীদিনে ভুটান ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য চালু হচ্ছে 'সাস্টেনেবেল ডেভলপমেন্ট ফি' (এসডিএফ)উ এতদিন ভারতীয়দের জন্য ভুটান ভ্রমণে কোনও রকম এন্টি ফি দিতে হতো না। সম্প্রতি ভুটান সরকার একটি বিল এনেছে। সেই বিল অনুযায়ী এই বছরের পয়লা জুলাই থেকে প্রত্যেক ভারতীয় প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যটকদের এসডিএফ হিসেবে প্রতিদিন ১২০০ টাকা এবং নাবালক ভারতীয় পর্যটকদের প্রতিদিন ৬০০ টাকা করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ভুটানের মোট ২০ টি জেলার মধ্যে মাত্র ৯ টি জেলার ক্ষেত্রে এই বিল প্রয়োগ করা হবে। বাকি ১১ টি জেলার ক্ষেত্রে এই বিল কার্যকর হবে না। অর্থাৎ এই ১১টি জেলা ভ্রমণে ভারতীয় পর্যটক দের কোনও এসডিএফ দিতে হবে না।

একটি ভালো খবরের বার্তা রয়েছে এই বিলে। ভুটানের দুটি সীমান্ত গেলেফু (আসামের নিউ বঙ্গাইগাও এর নিকটে)এবং সামদ্রূপজঙখা (গুয়াহাটি) খুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রখ্যাত ভ্রমণলেখক চিন্ময় চক্রবর্তী-র 'শান্ত ড্রাগনের দেশ' নামক বই থেকে জানা যায়, এই সামদ্রূপজঙখা হয়ে অসমে আসার পারমিট পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। বলতে গেলে, সাধারণ পর্যটকদের কাছে সেটা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। সেই অসম্ভব আজ সবার জন্য খুলে যাচ্ছে। মোদ্দা কথায়, ভারতীয় পর্যটকদের কাছে ভুটানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সেটাই আমাদের লাভ।

করোনাভাইরাস নিয়ে আগাম সর্তকতামূলক ব্যবস্থা ঝাড়গ্রাম স্বাস্থ্দফতরের

ঝাড়্গাম, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি . স.) : করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষের মনে একটা অস্থির পরিস্থিতির তৈরী হয়েছে। তবে ঝাড়্গাম জেলায় এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনও রিপোর্ট জমা পড়েনি। যাতে সাধারন মানুষজনেরা আতঙ্কিত না হয় তার জন্য আগাম সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেছে ঝাড়্গাম জেলা স্বাস্থ্যদফতর। ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সুত্রে জানা গিয়েছে সব রকম আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আলাদা আইশোলেশন ওয়র্ড,মাস্ক সহ প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

উল্লেখ্য ঝাড়গ্রামের জেলার বেশ কয়েকটি ব্লক ম্যালেরিয়া প্রবন রয়েছে।আর সেই জন্য এবং অন্যান্য মশাবাহিত রোগের কারন মাথায় রেখে স্বাস্থ দফতরের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি মনিটারিং করা হয়।জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে কোথায় কোন জ্বরের খবর এলে সেই ব্যক্তির " ট্রাভেল হিসট্রি" তথা সে বাইরে থেকে এসেছে কিনা ,বিশেষতঃ কেরল বা চিন থেকে এসেছে কিনা তা জানা হচ্ছে।সেরকম কিছু না থাকলে ভয়ের কোন কারন নেই বলে জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে।ইতিমধ্য জেলার বিভিন্ন ব্লক গুলিতে স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে খবর রাখছেন।তবে জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত জেলার কোথাও করোনার কোন রিপোর্ট নেই। ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন " আমাদের জেলায় করোনার কোন খবর নেই।কোন রিপোর্টও নেই।এমনিতেই মশাবাহিত রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি মনিটারিং করেন।তা ছাড়া আমাদের সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে।আইশোলনেশ ওয়ার্ড থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।" উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে পশ্চিমমেদিনীপুর জেলার মোহনপুরের এক যুবককে কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারপরেই একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।তবে ঝাড়গ্রাম জেলায় এরকম কোন ঘটনা নেই।তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দফতর সব রকমের ব্যবস্থা রেখেছে।

ট্রাস্টে দলিত সমাজের প্রতিনিধিদের রেখে সম্প্রীতি বার্তা কেন্দ্রের, দাবি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ঘোষিত ট্রাস্টে দলিত সমাজের প্রতিনিধিদের রেখে সম্প্রীতি বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে বুধবার দাবি করেছেন বিজেপি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ট্রাস্ট গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মর্মে বুধবার সংসদ নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিবৃতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে এক লিখিত বিবৃতি জারি করে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বপ্নপূরণ হল। ট্রাস্টে দলিত সমাজের প্রতিনিধিদের রেখে সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন নাড্ডা।লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, রাম মন্দির নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়া তদারক করবে 'শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট। তিনি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন স্বাধীন ভাবেই এই ট্রাস্ট মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে পারবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই ট্রাস্ট গঠনের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই গঠিত হল এটি। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদ গড়ার জন্য সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে পাঁচ একর জমি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো এদিন উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জমি চাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাতে সম্মত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জগতপ্রকাশ নাড্ডা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে আরজি কর হাসপাতালের রোগী

কলকাতা,৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের রোগী হয়রানির অভিযোগ উঠল আরজি কর হাসপাতালের বিরুদ্ধে ঊ কনকনে শীতে গত তিন দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে পড়ে বছর ৫৫ —র রোগী ঊ সঙ্গে কেউ না থাকায় রোগীকে ভর্তি নেওয়া হয়নি হাসপাতালে ঊ

পেটে ব্যথা,জন্ডিস নিয়ে তিনদিন আগে আরজি কর হাসপাতালের দারস্থ হন বছর ৫৫-র সুন্দরবনের বাসিন্দা সুধাময়ী পান্ডা ঊ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ভর্তি নিতে চাইলেও হাসপাতালের কর্মীরা ভর্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেন এমনটাই অভিযোগ ওই রোগীর ঊ সুধাময়ী পান্ডা জানান ,তিনি ভর্তি হতে গেলে হাসপাতালের কর্মীরা বলেছেন উনি মারা গেলে কে দায়িত্ব নেবে ঊ তাই ভর্তি নেওয়া হবে না ঊ এরপর তিনদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে পড়ে রয়েছেন সুধাময়ী পান্ডা ঊ আরজি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষর তরফে জানানো হয়েছে অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে

ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত উমার

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে তদারকের জন্য কেন্দ্রের ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী উমা ভারত। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে তিনি গর্বিত বলে জানিয়েছেন।

বুধবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, রাম মন্দির নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়া তদারক করবে 'শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট। তিনি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন স্বাধীন ভাবেই এই ট্রাস্ট মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে পারবে।

কর ফাঁকির মামলায় তামিল সুপারস্টার বিজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ আয়কর দফতরের

চেন্নাই, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তামিল সুপারস্টার বিজয়কে একটি চলচ্চিত্র নির্মাতা সংস্থার কর ফাঁকির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করল আয়কর দফতর। আয়কর দফতরের আধিকারিকরা অভিযুক্ত এজিএস সিনেমার সম্পত্তি ও চলচ্চিত্র লগ্নিকারী আনবু চেলিয়ানের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এজিএস সিনেমাই বিজয় অভিনীত ছবি ‘বিগিল”-এর প্রযোজনা করেছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরে বিজয় অভিনীত ‘মার্শাল” ছবিটির বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। তাদের দাবি ছিল, ছবির সংলাপে জিএসটি ও নোটবন্দির বিরুদ্ধে কটাক্ষ রয়েছে। সমালোচনা করে হয়েছিল ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচিরও। বিজেপি চেয়েছিল ছবি থেকে সেই সব সংলাপ বাদ দেওয়া হোক। কেননা ওতে অসত্য পরিবেশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সম্পর্কে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ৪৯০, আক্রান্ত ২৪,৩২৪ জন

বেজিং, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামছেই না চিনে। মঙ্গলবারই অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসের হানায়। ফলে বুধবার সকাল পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯০। মৃত্যুর পাশাপাশি হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। এই মুহূর্তে যা প্রায় ২৪ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিন সরকার জানিয়েছে, সমগ্র চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪,৩২৪ জন। বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। ৬৫ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৯০। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,৩২৪ জন।

করোনাভাইরাসের উৎসস্থল চিনের হুবেই প্রদেশ ইতিমধ্যেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। হুবেই প্রদেশে করোনাভাইরাসের হানায় আরও ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১৫৬ জন। বুধবার হুবেই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটি জানিয়েছে, ৪৯০ জনের মধ্যে হুবেই প্রদেশেই ৪৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,৬৭৮ জন।

শিলিগুড়িতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত পাঁচটি দোকান, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতেঊ মঙ্গলবার মধ্যরাতে শিলিগুড়ির রবীন্দ্র নগর মার্কেট এলাকায় অবস্থিত পাঁচটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ওই পাঁচটি দোকানঊ এছাড়াও বেশ কয়েকটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে রয়েছে মিষ্টির দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, মোবাইল ফোনের দোকান এবং চায়ের দোকানঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনুমান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকাঊ পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মধ্যরাতে রবীন্দ্র নগর মার্কেট এলাকায় অবস্থিত একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগেঊ মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখায় ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী আরও বেশ কয়েকটি দোকানে।

সাজ সরঞ্জাম সহ চার জুয়ারি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ফেব্রুয়ারী।। জুয়ার সরঞ্জাম সহ চার জুয়ারিকে আটক করল আমতলী থানার পুলিশ। ধৃতরা হল রুপন মালাকার, অমল সাহা, রাকেশ সেন এবং সুব্রত দত্ত। তাদেরকে এদিন কাঁঠালতলী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

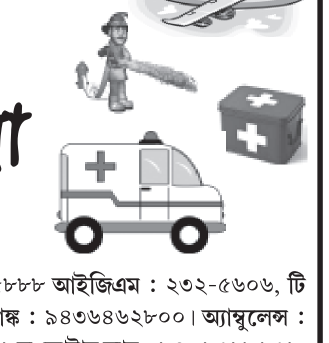

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চূড়ান্ত নাটক প্রেসিডেন্সিতে, রাতভর উপাচার্য ক্যাম্পাসে

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঘরের বাইরে বারান্দায় বাজনার তালে তালে আওয়াজ। ভিতরে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া। বুধবার সকালের পরেও এ রকমই ছবি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

সোমবার রাতভর ঘেরাও থাকার পর মঙ্গলবার ভোরে পিছনের দরজা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন উপাচার্য। কাল দুপুরে এসে ফের ঘেরাও হন। রাতভর ঘেরাও আছেন তিনি। প্রেসিডেন্সির ছাত্রাবাস হিন্দু হোস্টেলের ছাত্র আন্দোলন চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই আন্দোলনের জেরে বিঘ্নিত হচ্ছে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পঠন পাঠন। এমন অভিযোগ কর্তৃপক্ষের। অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, হিন্দু হোস্টেলে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে। ক্যাম্পাসে কোনও লিঙ্গ বৈষম্য রাখা যাবে না। মেস স্টাফকে পুনর্বহাল করতে হবে। মোট ছয় দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের দাবি, আন্দোলনের গায়ে কালি লাগাতে ও আন্দোলন ঘুরিয়ে দিতে চক্রান্ত করছে কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সির শিক্ষকরা আন্দোলনকারী পড়ুয়াদেয় নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন। পড়ুয়াদের দাবি, তাঁরা শিক্ষকদের কাছ থেকে নয়, নয় উপাচার্যর কাছ থেকে আশ্বাস চাইছেন।পড়ুয়ারা আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষক বা অন্য কাউকে আটকানো হবে না। ক্লাস স্বাভাবিক হবে। তবে দাবি না মেটা পর্যন্ত উপাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ চলবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আতঙ্কে চিনা নাগরিকদের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত ভারতের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আতঙ্কে রাশিয়ার পর এবার চিনা নাগরিকদের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল ভারত। রিপোর্টে জানা গেছে, নয়াদিল্লির তরফ থেকে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কোনও চিনা নাগরিক বা আগে থেকে ভারতীয় ভিসা নিয়ে থাকলেও তারা এখন ঢুকতে পারবেন না। বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস এই বার্তা দেয় টুইটে। এতে বলা হয়, আগে থেকে জারি করা ভারতীয় ভিসা আর বৈধ না। আরও বলা হয়েছে,যারা ভারতে যেতে চান তাদের ভারতীয় কনস্যুলেটে নতুন করে আবেদন করতে হবে। ভারতে থাকা প্রত্যক চিনা নাগরিককে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হটলাইন নম্বরে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার প্রথমে কড়া পদক্ষেপ নেয় চিনের প্রতিবেশী রাশিয়া। তার আগে স্বশাসিত এলাকা হংকং সমস্ত যাতায়াত বন্ধ করে। আরও এক প্রতিবেশী মঙ্গোলিয়া তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে চিন থেকে আসা শয়ে শয়ে ভারতীয় নাগরিকের দেহে চলছে বিশেষ পরীক্ষা।কয়েকজনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি দেখা দিয়েছে। চিনেরই অপর প্রতিবেশী নেপালেও করোনা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এই কারণে, ভারত নেপাল সীমান্তে চলছে বিশেষ চেকিং। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে চিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৯০ জন।

হাজির দেব

আটের পাতার পর

বাঙালির ‘ফুটবল প্রিয়’ তকমাটা যে মানুষটার জন্য শুরু হল, তিনিই হলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঊ তবে কালের সাথে সাথে তিনি যেন ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছেন ঊতবে,সেই ফুটবলের জনককে আবার জনসমক্ষে নিয়ে আসছেন পরিচালক ধ্রুবঊ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকায় দেবকে দেখা যাচ্ছে পরনে সাদা পাঞ্জাবি, গায়ে বাদামী রঙের শাল ঊ মাথার মাঝ দিয়ে হালকা সিঁথে করে চুল আঁচড়ানো। ছবিতে দেব ছাড়াও দেবের বাবার ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রীকান্ত আচার্যকে ঊ ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তাঁকে দেখা যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভার্গবের ভূমিকায়। দেবের স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে ইশা সাহাকে

শেখ হাসিনা

আটের পাতার পর

রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। বুধবার রোমের পার্কো দে প্রিন্সিপি গ্র্যান্ড হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বিরোধীদের তুলোধোনা করেন তিনি। এদিন হাসিনা বলেন, “একমাত্র আমার বাবা এবং আমি এ মাটির সন্তান। আমরা ছাড়া এখনও পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসেছেন। জিয়াউর রহমান বিহারে, এরশাদ কোচবিহারে ও খালেদা জিয়া শিলিগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন, তা হলে দেখতে পাবেন আমি এবং বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউই বাংলাদেশের মাটির সন্তান নয়।” দেশের আর্থিক উন্নতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা জানান, বাংলাদেশের সব উন্নয়ন প্রকল্পের ৯০ শতাংশ এখন নিজস্ব ব্যয়ে বাস্তবায়িত করা হয়। এখন সরকার সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশকে ভিক্ষা দেওয়ার কথা বলে না। তারা এখন উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সহযোগিতা করতে বাংলাদেশের কাছে আসে। এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে।

যুব উৎসব

পাচের পাতার পর

বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বিরবাহা সোরেন টুডু,বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো,ঝাড়গ্রাম জেলা যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতরের আধিকারিক সহ জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষরা।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী বলেন “ জেলা ছাত্র,যুবদের মধ্য থেকে প্রতিভা উঠে আসবে।গত বছরও হয়েছিল।আমরা আশা করছি আমাদের জেলার ছাত্র,যুবরা গর্বিত করবে জেলাকে।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এই পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে সারাদেশে জেলা জজ আদালতে একজন করে সরকারি সিনিয়র/সহকারী জজ পর্যায়ের বিচারককে লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির মতাও আছে। ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাদেশে ২৮ হাজার ৯৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি করার জন্য জাপানের সঙ্গে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া অসহায় ও দুস্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে ৪ লাখ ৮৭ হাজার ১৪ জনকে আইনগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বিজিবি

তিনের পাতার পর

মহাপরিচালক পর্যায়ে যে সম্মেলন হয়েছে, সেখানেও সীমান্ত হত্যা নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা আবারও আলাপ আলোচনা করছি।

গত মাসে বিজিবির অর্জন তুলে ধরে তিনি বলেন, এক মাসে ৯৭ কোটি ১৮ লাখ ৩ হাজার টাকা মূল্যের চোরাচালানের পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা মাদকের মধ্যে রয়েছে ৭ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৫ ইয়াবা, ৪০ হাজার ৭৪১ বোতল ফেনসিডিলসহ মদ, গাঁজা, হেরোইন ও নেশা জাতীয় ইনজেকশন। এসময়ের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৪ কেজি সোনা, ইমিটেশন গহনা, কসমেটিক, পোশাক, থান কাপড়, কষ্টি পাথরের মূর্তি, কাঠ, ২১টি ট্রাক, ৬টি পিকআপ, ১টি প্রাইভেট কার, ১১টি অটোরিকশা ও ৫৪ টি মটরসাইকেল জব্দ করা হয়।অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার অপরাধে ৩৮ জন বাংলাদেশি ও দুইজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর আরও জানান, এছাড়া সীমান্ত এলাকায় মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লয বিজিবি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজও করে যাচ্ছে।

বুদবুদ বিডিও অফিসে বিপদজ্জনক অবস্থায় জলট্যাঙ্কি, দুর্ঘটনার শঙ্কা

দুর্গাপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফাটল ধরেছে পিলারে। খসে পড়ছে ঢালাই চাঙড়। বেরিয়ে পড়েছে রড। এমনই জরাজীর্ন দশা পশ্চিম বর্ধমনের বুদবুদের গলসী-১ ব্লক অফিসে থাকা পরিত্যাক্ত জলের ট্যাঙ্ক। যেকোন দিন ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় বাসিন্দারা। বাঁকুড়ার সারেঙ্গার জলের ট্যাঙ্ক বিপর্যয়ের পর আতঙ্কে আশপাশের বাসিন্দারা।

বুদবুদ মানকর রোডে গলসী-১ নং বিডিও অফিস। রয়েছে ব্লকের একাধিক সরকারি দফতর এবং সংলগ্ন বিডিওর আবাসন। অফিস লাগোয়া জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জলের ট্যাঙ্ক। ১৯৮০ সালে তৈরি হয় জলের ওই ট্যাঙ্ক। মুলত বুদবুদ, মানকর এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হত। বছর দশেক আগে ওই ট্যাঙ্ক থেকে জল পরিষেবা বন্ধ করা হয়। বছর দুয়েক আগে মানকরে নতুন রিজার্ভার তৈরী হয়। সেখান থেকে বর্তমানে জল পরিষেবা চালু রয়েছে। এদিকে পরিত্যাক্ত ওই জলের ট্যাঙ্কটি নজরদারির অভাবে জরাজীর্ন হয়ে পড়ে। আগাছার জঙ্গল যেমন হয়। তেমনই ফাটল ধরছে পিলারে। খসে পড়ছে পলেস্তার। খসে পড়ছে ঢালাই চাঙড়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,’যেভাবে চাঙড় খসে পড়ছে, ফাটল ধরেছে, তাতে পিলারগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতি সারেঙ্গায় যেভাবে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ল। সেই আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছি। যেকোন দিন যদি ভেঙে পড়ে তাহলে প্রভুত ক্ষতি যেমন হবে। তেমনই দিনদুপুরে অফিসের সময় হলে প্রানহানিও হতে পারে। ট্যাঙ্কটি ভেঙে পড়লে বিডিও অফিসের দুটো বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দুর্ঘটনার আগে নিরাপদে ভেঙে ফেলা দরকার।’ বুদবুদ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি রতন সাহা জানান,’ ব্লক অফিসের কাজের সুবাদে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। বাঁকুড়ার মতো এখানেও হুড়মুড়িয়ে জলেরট্যাঙ্কটি ভেঙে পড়লে প্রানহানির আশঙ্কা রয়েছে। খুবই বিপদজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তাই পরিত্যাক্ত ওই ট্যাঙ্কটি ভেঙে ফেলা দরকার।’ গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,’ জলের ট্যাঙ্কটি বিপদজ্জনক রয়েছে। ভেঙে ফেলাও জরুরী। আমাদের সরকার আসার পর নতুন প্রকল্পে জল পরিষেবা চালু হয়েছে। বিপদজ্জনক ট্যাঙ্কের বিষয়টি কয়েকদিন আগেই জেলাশাসকের রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থাপনা করেছি। খুব শীঘ্রই যাতে ওই ট্যাঙ্কটি নিরাপদে ভেঙে ফেলা হয় তারও আবেদন করা হয়েছে।’

সিএএ ও এনপিআর নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরা : রজনীকান্ত

চেন্নাই, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং এনপিআর (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরাঊ সিএএ এবং এনপিআর-এর পক্ষে সওয়াল করে বুধবার এমনই মন্তব্য করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তঊ রজনীকান্তের মতে, এনপিআর ‘খুবই প্রয়োজনীয়’ এবং অবশ্যই হওয়া উচিতঊ বুধবার রজনীকান্ত বলেছেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) আমাদের দেশের নাগরিকদের কোনওভাবেই প্রভাবিত করবে নাঊ সিএএ যদি মুসলিমদের প্রভাবিত করে, তাহলে আমিই হব প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁদের পাশে দাঁড়াবেঊ বহিরাগতদের সম্পর্কে জানার জন্য এনপিআর অতি আবশ্যকঊ এটাও পরিষ্কার করা হয়েছে যে এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) এখনও তৈরি হয়নিঊ এনপিআর-কে ‘খুবই প্রয়োজনীয়’ আখ্যা দিয়ে রজনীকান্ত বলেছেন, ‘কংগ্রেস ২০১০ এবং ২০১৫ সালে এটি করেছিলঊ কারা ভারতীয় এবং কারা বহিরাগত তা চিহ্নিত করার জন্য এনপিআর প্রয়োজনীয়ঊ আমাদের কী এটি জানা উচিত নয়? এনপিআর খুব, খুব প্রয়োজনীয়ঊ অন্যদের কেন সমস্যা হচ্ছে, তা আমার জানা নেইঊ’

সিএএ প্রসঙ্গে রজনীকান্ত বলেছেন, ‘সিএএ-র দ্বারা প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতে আগতদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবেঊ ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যে, এর ফলে মুসলিমরা প্রভাবিত হবেনঊ ভারতীয় মুসলিমরা কীভাবে প্রভাবিত হবেন? ভারতীয় মুসলিমরা দেশভাগের সময় এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারত তাঁদের দেশ এবং তাঁরা এখানেই বেঁচে থাকবেন এবং এখানেই মারা যাবেনঊ কীভাবে তাঁদের বাইরে পাঠানো সম্ভব? যদি এমন কিছু হয়েও থাকে, তাহলে আমিই প্রথম তাঁদের হয়ে কথা বলবঊ’

মহকুমা শাসকের নির্দেশে চন্ডিপুরে খোলা দেয়া হল সিপিএম পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী।। দীর্ঘদিন পর তালামুক্ত হলো সিপিআইএম চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটির অফিস। কৈলাসহর মহকুমা শসকের নির্দেশে আজ বিশ্বরঞ্জন দেববর্মা চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটির অফিস তালা খুলে সমর্থকদের হাতে হস্তান্তর করে।

সিপিআইএম চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটির অভিযোগ ছিল ৭ জানুয়ারি সিপিাইএম চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটির এক কর্মী জেলা সম্পাদকের গাড়িচালক চন্ডিপুর যাওয়ার সময় বিজেপি দলের কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরবর্তী সময়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পার্টি অফিসে যায়। তখন পার্টি অফিসে থাকা অন্যান্য কর্মীসমর্থকরা আহত দলীয় কর্মীকে বাঁচানোর জন্য দমকলে খবর দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় দমকল আহত কর্মীকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে সিপিআইএম পার্টি অফিসে থাকা দলীয় কর্মী সমর্থকরা নিজেরাই রিকশা করে আহত কর্মীকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা যখন পার্টি অফিসে ফিরে আসে তখন দেখে পার্টি অফিস তালাবন্ধ।

কে বা কারা দলীয় অফিস তারা বন্ধ করেছে সে ব্যাপারে কোন কিছু না জানতে পারে তারা এ ব্যাপারে কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়। যদিও পরবর্তী সময় জানা যায় যে, গত ৭ জানুয়ারি ২০২০ চন্ডিপুর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি লিখিত অভিযোগমূলে সিপিআইএম চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটি অফিস তালাবন্ধ করে মহকুমা প্রশাসন। গত ১০ জানুয়ারি ভারত বনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর চন্ডিপুর এলাকায় সিপিআইএম বিজেপি দলের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই বন্ধের বিরোধিতায় শহরের রাজপথ ও রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়েছিল। দীর্ঘ ২৮ দিন তারা বন্ধ থাকার পর অবশেষে মহকুমা প্রশাসন এর তরফ থেকে পার্টি অফিসে তালা খুলে কর্মী সমর্থকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

সিপিআইএম দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহ সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, সিপিআইএম সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, কৈলাসহর এর বিধায়ক মোবাশ্বর আলী সহ অন্যান্য জেলা ও মহকুমা নেতৃত্বরা। জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, ৩ জানুয়ারি রাজ্যে ক্ষমতা পালাবদল হবার পর থেকেই সারা রাজ্যে এবং একের পর এক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপর। চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটি অফিসে গত তিন তারিখ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এরপর ধারাবাহিকভাবে সিপিএণ চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটির অফিস ও কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়ে আসছে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পার্টি অফিসে অস্ত্রশস্ত্র মজুত রয়েছে এই অভিযোগ তুলে এর আগেও দু’বার এই পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল পাশাপাশি পার্টি অফিসের আয়োজনে মজুমদারের মূর্তি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এভাবে একের পর এক আক্রমণ সংগঠিত হয়ে আসছে সিপিএম দলের কার্যালয় ও কর্মী-সমর্থকদের উপর। বিজেপি যখন বুঝতে পারছে যে তাদের জনসমর্থন ক্রমেই কমে আসছে তারা ততই বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

পরিদর্শন করবেন। সিপাহিজলা জেলায় জগতরামপুর, খোয়াই জেলা পহরমুড়া এবং পশ্চিম জেলায় বামুটিয়ায় তিনটি বর্ডার হাট স্থাপন করা হবে।

এবিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে বলেন, সীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আরও তিনটি বর্ডার হাট স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারত -বাংলাদেশের আধিকারিকস্তরের যৌথ প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত বর্ডার হাট এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট তৈরি করে দুই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, সিপাহিজলা জেলার জগতরামপুর, খোয়াই জেলায় পহরমুড়া এবং পশ্চিম জেলায় বামুটিয়ায় নতুন বর্ডার হাট স্থাপনের প্রস্তাবে দুই দেশ ঐক্যমতে পৌঁছেছে। তাতে, সীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সীমান্ত দিয়ে পাচার ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মূল চিন্তার বিষয়। এই সমস্যা সমাধানে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ খুবই জরুরি, তা দুই দেশের প্রশাসনিক কর্তারাও স্বীকার করেন। তাই, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে ঊধর্বতন মহলের কাছে জোর তদ্বির করা হবে বলে দাবি করেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে। এদিকে, ইয়াবা ট্যাবলেটের পাচার ক্রমশ বাড়ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, দুই দেশের জেলা প্রশাসন স্তরে বৈঠকে মাদক ও মানব পাচার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উভয়েই এই সমস্যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সাথে ওই সমস্যা একজোট হয়ে মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সিপাহিজলা এবং কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সীমান্ত পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তাই, বিএসএফ ও বিজিবির সহযোগিতায় ওই সমস্যা দৃঢ় হস্তে সমাধান করার বিষয়ে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছি, বলেন তিনি।

ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে স্বীকার করেন, সীমান্তের অনেকটা অংশ এখনও উন্মুক্ত রয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হলে সীমান্তের ওই অংশ দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং পাচার ঠেকানো সম্ভব হবে। তবে, সমস্ত কিছু তাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। তাই, দুই দেশের ঊধর্বতন মহলের কাছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হবে।

এদিকে, ইয়াবা ট্যাবলেটের পাচার অনেকটাই বেড়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক। তিনি বলেন, গাঁজা পাচার আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে। সেই জায়গায় ইয়াবা পাচার বেড়েছে।

মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

দেবনাথের মৃতদেহ ঘরের মধ্যেই বিছানায় বসা অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পায়। এটি আত্মহত্যা না হত্যা এনিয়ে ব্যাপক ধোঁয়াশা। সৌমেন পেশায় গাড়ি চালক। সে বিবাহিত এবং দেড় মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। স্ত্রী শিশু সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকেন। গতকাল করিমগঞ্জে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সৌমেন। আসার সময় গাড়ির তিনটি চাকা নষ্ট হয়ে যায়। কাঞ্চনপুরের জম্পুই রোডে একটি দোকানে গাড়ির তিনটি চাকাই মেরামত করে। জানা গিয়ে ওই দোকানের মালিকের সাথে সৌমেনের দীর্ঘদিনের শত্রুতা। ওই দোকন মালিকের সাথে গতকালও সৌমেনের কথা কাটাকাটি হয়। রাত নয়টা নাগাদ সে বাড়ি ফিরে আসে। রাতে স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথাও হয়। তারপর বুধবার সকালে সৌমেন দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, পারিবারিক ও মানসিক অশান্তির জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক বৃদ্ধা। তার না হিরনী নাথ। বয়স ৫৭। ঘটনা কুমারঘাটের দেওছড়ার ৪ নং ওয়ার্ডে। বাড়ির পাশের জঙ্গলে বৃদ্ধাক মৃতদেহ বুধবার দুপুরে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

দাবি, বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যে বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সাথে তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়ায় তাদের মঞ্জুরিকৃত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পর্যটন রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নর্থ-ইস্ট সার্কিটের অধীনে ত্রিপুরার ছবিমুড়ার পর্যটন উন্নয়নে ইতিমধ্যে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এতে ছবিমুড়া পর্যটন ক্ষেত্রের জন্য অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ, একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ, সোলার লাইটিং সিস্টেম, রিভার সাফারি, স্পিড বোট, পাথরে খোদাই রয়েছে এমন স্থানে ভাসমান জেটি, মহারানি থেকে ছবিমুড়া পর্যন্ত স্পিড বোট, জঙ্গলে হাঁটার জন্য দিক-নির্দেশিকা বোর্ড এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আয়োজন করা হবে।

বাজেটের

● **প্রথম পাতার পর**

বছরে যে সম্পদ সৃষ্টি করে গেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ৬ বছরে সে সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে। লাভজনক রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাগুলিকে পুঁজিপুতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই বাজেট কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিবাদ বিক্ষোভ শেষে রাজপথে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামণের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়।

মনুবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

মনু হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। রেল লাইন থেকে গরু-ছাগলের মৃতদেহ সরানো হয়েছে। ওই ঘটনায় এদিন সাবরুম-ধর্মনগর প্যাসেঞ্জার ট্রেন আধা ঘন্টা বিলম্ব হয়েছে।

অন্যদিকে, শান্তিরবাজরের বীরচন্দ্রনগর হাসপাতালের কাছে বুধবার বিকাল তিনটা নাগাদ ডেমো ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে মন্দরী রিয়াং নামে ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধার।

সময়সীমা

● **প্রথম পাতার পর**

পিছিয়েছে প্রকল্প চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার সময়সীমা। ধারণা করা হচ্ছে, এবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হবে।

মন্ত্রিসভায়

আটের পাতার পর

হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস, অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

তথাগত রায়ের দুটি টুইট, সমর্থনের পাল্লাই ভারি

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি . স.) : মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়ের টুইটে দুটি পোস্টকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তাঁকে সমর্থনের পাল্লাই অবশ্যই বেশি।

একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, “আসুন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা, বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছ থেকে শিখি ঊ দুর্গাপুজো পালন করুন, শারদোৎসব নয় ঊ মহিষাসুরমর্দিনীর প্রেরণায় (‘অনুপ্রেরণা’ নয়) আমরা হিন্দুসমাজের উপর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরী হই ঊ“ বক্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ছবিও থিয়েছেন তিনি। এই টুইটে পাঁচ ঘন্টায় মন্তব্য ১২, রিটুইট ৮৪ এবং পছন্দ করেছেন ১৮৪ জন। অপর টুইটে তিনি লিখেছেন, “মুসা নামধারী জনৈক আই এস আই জঙ্গি বিচারকের মুখে জুতো ছুঁড়ে বলেছে, আমার বিচার করবে শুধু আল্লা আর কোরান ঊ কিন্তু আমাদের সংবিধান তো কোনো কোরান বা আল্লা মানে না ! যারা সংবিধান,সংবিধান বলে চিল্লাচ্ছিল তারা এবার কিছু বলবে না ? নাকি হাবার মতো চুপ করে থাকবে?” এই টুইটে পাঁচ ঘন্টায় মন্তব্য ১৩, রিটুইট ৭৩ এবং পছন্দ করেছেন ২০৯ জন।

হ্যামিল্টনে টেলরের সেঞ্চুরি, রানের পাহাড়ে চড়েও হারতে হল ভারতকে

হ্যামিলন্টন।। টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৫-০ জেতার পর ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেল ভারত। হ্যামিল্টনে চার উইকেটে হারের পর সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ এখন জিততেই হবে বিরাট কোহালির দলকে।এদিন শ্রেয়স আইয়ারের পাল্টা জবাব হয়ে উঠলেন রস টেলর। চার নম্বরে নেমে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতের শ্রেয়স। চার নম্বরে নেমে সেঞ্চুরি করলেন নিউজিল্যান্ডের টেলরও। তফাত হল, টেলরের শতরান তফাত গড়ে দিল। তাঁর সেঞ্চুরি এল ৭৩ বলে। ১০টি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে। টেলরের (৮৪ বলে অপরাজিত ১০৯) ইনিংস চার উইকেটে জেতাল নিউজিল্যান্ডকে। একইসঙ্গে এই ম্যাচ অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাল ভারতীয় বোলিংকে। কারণ, প্রায় সাড়ে তিনশো রানের পুঁজি নিয়েও পরাজয় স্বীকার করতে হল টিম ইন্ডিয়াকে।টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শ্রেয়সের ১০৩, লোকেশ রাহুলের অপরাজিত ৮৮ ও বিরাট কোহালির ৫১ রানের দাপটে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত চার উইকেট হারিয়ে তুলেছিল ৩৪৭ রান। রস টেলরের ১০৯, হেনরি নিকলসের ৭৮ ও টম লাথামের ৬৯ রানের সুবাদে যা ১১ বল বাকি থাকতেই তুলে নিল নিউজিল্যান্ড (৪৮.১ ওভারে ৩৪৮-৪)। এবং তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ব্ল্যাক ক্যাপসরা।রান তাড়ার শুরুটা ভালই করেছিল কিউয়িরা। ৫৯ বলে এসেছিল পঞ্চাশ। ১৫ ওভারে উঠেছিল ৮৩। তার পরই আঘাত হানল ভারত।শার্দূল ঠাকুরের বলে কেদার যাদবকে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছিলেন মার্টিন গাপ্টিল (৪১ বলে ৩২)।৮৫ রানে প্রথম উইকেট পড়েছিল নিউজিল্যান্ডের। দ্বিতীয় উইকেট পড়েছিল ১০৯ রানে। কুলদীপ যাদবের বলে স্টাম্পড হয়েছিলেন অভিষেককারী টম ব্লান্ডেল (১০ বলে ৯)।

অন্যপ্রান্ত থেকে উইকেট পড়লেও বাঁ-হাতি ওপেনার হেনরি নিকলস টানছিলেন নিউজিল্যান্ডকে। ৬০ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। রস টেলরের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটের জুটিতে যোগ করেছিলেন ৬২ রান। যে ভাবে ব্যাট করছিলেন, তা ভারতীয় শিবিরে টেনশন আমদানি করছিল। এই পরিস্থিতিতেই অবিশ্বাস্য ভাবে শরীর ছুড়ে সরাসরি থ্রোয়ে তাঁকে রান আউট করলেন বিরাট কোহালি।৮২ বলে তাঁর ৭৮ রানের ইনিংসে রয়েছে ১১টি চার। নিকলস ফেরার পর নিউজিল্যান্ডকে টানছেন রস টেলর ও টম লাথাম। দু'জনে চতুর্থ উইকেটের জুটিতে যোগ করলেন ১৩৮ রান। টেলরের পঞ্চাশ এসেছিল ৪৫ বলে।আর লাথামের পঞ্চাশ এসেছিল ৩৮ বলে। ২০০ থেকে ২৫০, এই পঞ্চাশ রানের জন্য টেলর-লাথাম নিলেন মাত্র ২১ বল। ২৫০ থেকে ৩০০ রানে পৌঁছতে দু'জনে নিলেন ফের ২১ বল। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক লাথাম যখন কুলদীপ যাদবকে মারতে গিয়ে মহম্মদ শামিকে ক্যাচ দিয়েছিলেন, তখন কার্যত জয়ের দোরদোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে দল। ৪৮ বলে তাঁর ৬৯ রানের ইনিংসে রয়েছে আটটি চার ও দুটো ছয়।৪১.৪ ওভারে কিউয়িদের চতুর্থ উইকেট পড়েছিল ৩০৯ রানে। ৩২৮ রানে পড়ল পঞ্চম উইকেট। মহম্মদ শামিকে মারতে গিয়ে ক্যাচ দিলেন জেমস নিশাম (১৪ বলে ৯)। সেই ওভারেই দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রান আউট হলেন কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমি (দুই বলে ১)। ৩৩১ রানে পড়েছিল ষষ্ঠ উইকেট। সেখান থেকে বাকি কাজটা টেলরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সপ্তম উইকেটের জুটিতে অনায়াসেই সারলেন মিচেল স্যান্টনার(নয় বলে অপরাজিত ১২)।চাপের মুখে ভারতীয় বোলারদের দিশেহারা দেখাল এদিন। কুলদীপ যাদব দুই উইকেট নিলেও দিলেন ৮৪ রান। রবীন্দ্র জাডেজা দিলেন ৬৪ রান। জশপ্রীত বুমরাকে (০-৫৩) বাদ দিলে বাকি দুই পেসার শার্দূল ঠাকুর (১-৮০), মহম্মদ শামিও (১-৬৩) দিলেন রান। পাশাপাশি, আউটফিল্ডও হল সাদামাটা। গলল রান। উঠল নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নও। মাঝের ওভারে যখন টেলর-লাথামকে থামানো যাচ্ছে না, তখন কেন কেদার যাদবকে আক্রমণে আনা হল না, প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সুনীল গাওস্কর। ভারতীয় ইনিংসের নায়ক অবশ্যই শ্রেয়স। এটাই ওয়ানডে কেরিয়ারে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। যা এল ১০১ বলে, ১১টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে। ১০৭ বলের ইনিংসে থাকল পরিণতির ছাপ। পঞ্চাশে পৌঁছেছিলেন ৬৬ বলে, পাঁচটি চারের সাহায্যে। চার নম্বরে নেমে শুরুতে খুচরো রানে জোর দিয়েছিলেন। তার পর গতি বাড়ালেন ইনিংসের। প্রথমে বিরাটের সঙ্গে, তার পর লোকেশ রাহুলের সঙ্গে লম্বা জুটি গড়লেন।

ফের রেকর্ড, এবার ক্যাপ্টেন সৌরভকে টপকে গেলেন বিরাট কোহালি

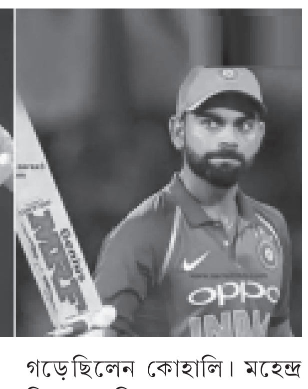

হ্যামিলন্টন।। রেকর্ড ভাঙাকে যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন বিরাট কোহালি। প্রতি ম্যাচেই কোনও না কোনও রেকর্ড গড়ছেন তিনি। বুধবার হ্যামিল্টনের সিডন পার্কে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচেও তেমনই এক রেকর্ড ভাঙলেন তিনি।একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি রানের তালিকায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে গেলেন তিনি। ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ করেছিলেন ৫১০৪ রান।এ দিনের ৫১ রানের ইনিংসের পর কোহালি থামলেন ৫১২৩ রানে। ৫১২৩ রানে পৌঁছতে কোহালি নিয়েছেন ৮৭ ম্যাচ। তাঁর গড় চোখ ধাঁধানো, ৭৬.৪৬। একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে ২১ সেঞ্চুরি ও ২৩ হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে মোট রানের তালিকায় সাতে আছেন কোহালি। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর স্থান তিনে।

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনের অধিনায়ক হিসেবে কোহালির চেয়ে বেশি রান করেছিলেন। তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং (২৩০ ম্যাচে ৮৪৯৭ রান)। পর পর আছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি (২০০ ম্যাচে ৬৬৪১ রান), স্টিফেন ফ্লেমিং (২১৮ ম্যাচে ৬২৯৫ রান), অর্জুন রণতুঙ্গা (১৯৩ ম্যাচে ৫৬০৮ রান), গ্রেম স্মিথ (১৫০ ম্যাচে ৫৪১৬ রান), মহম্মদ আজহারউদ্দিন (১৭৪ ম্যাচে ৫২৩৯ রান), বিরাট কোহালি (৮৭ ম্যাচে ৫১২৩ রান),সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (১৪৮ ম্যাচে ৫১০৪ রান)।সপ্তাহ খানেক আগেই টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি রানের ভারতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন কোহালি। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ১১১২ রানকে টপকে গিয়েছিলেন তিনি। ৭২ ম্যাচে ৩৭.০৬ গড়ে ধোনি করেছিলেন ১১১২ রান। আর হ্যামিল্টনেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ৩৭ ম্যাচে ধোনিকে পেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

৪ দিনের টেস্ট নিয়ে বিশ্বসেরা টেস্ট দল ভারতের অধিনায়ক বিরাটের মত কী

নয়াদিল্লি।। টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ফেরাতে এবার ওভার কমিয়ে আকর্ষণীয় করার পক্ষে আইসিসি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও ২০২৩ সাল থেকে চার দিনের টেস্ট ম্যাচে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার পক্ষে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সেই নিয়ে এখনও অবশ্য বৈঠক ও আলোচনা বাকি। ইতিমধ্যেই এই চার দিনের টেস্ট নিয়ে ক্রিকেটদুনিয়া দ্বিধাবিভক্ত। এবার চার দিনের টেস্ট নিয়ে নিজের মত দিলেন বিরাট কোহলি।রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে ভারত। তার আগে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিরাটকে চারদিনের টেস্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।বিরাট অবশ্য এদিন চারদিনের টেস্টের বিরোধীতা করেছেন।কী বললেন বিরাটভারত অধিনায়ক টেস্টের পাঁচ দিনের সনাতনী ফর্ম্যাট ভাঙার বিপক্ষে। বিরাট এদিন বলেন, ''আমার মতে, টেস্টের দিন সংখ্যা পাল্টানো উচিত হবে না।দিন রাতের টেস্ট অন্য জিনিস আর টেস্টে দিন কমিয়ে দেওয়া অন্য জিনিস। দিন রাতের টেস্ট, পাঁচ দিনের ফর্ম্যাটে আরও উত্তেজনা যোগ করে। এতে ক্রিকেটের বাণিজ্য বাড়ে। কিন্তু আমি অন্তত ওভার কমানোর পক্ষে নই। এই মুহূর্তে টেস্টে জনপ্রিয়তা ফেরানোর জন্য দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ যথেষ্ট।অজি ক্রিকেটের কিংবদন্তি কী জানিয়েছেনঅস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ১২৪টি টেস্ট ম্যাচে ৫৭৩টি উইকেট নেওয়া কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রাও পাঁচদিনের টেস্টের পক্ষে মত জানিয়েছেন। অজিদের বর্তমান দলের স্পিনার ন্যাথান লায়নও চার দিনের টেস্টের ভবনা অর্থহীন বলে মন্তব্য করেছেন।

টি-২০ থেকে লেগ-বাই রান তুলে দেওয়া উচিত, দাবি মার্ক ওয়ার

মেলবোর্ন: টি-২০ ফর্ম্যাট থেকে লেগ-বাই রান তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান মার্ক ওয়া। বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন স্টারস ও সিডনি থান্ডার্সের ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় পাশে বসে থাকা মাইকেল ভনের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''আমি সব ধরনের ক্রিকেটে একটি নিয়ম বদল করার পক্ষে। বিশেষ করে টি-২০ ম্যাচে লেগ-বাই তুলে দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। কেন লেগ-বাই রান দেওয়া হবে? ব্যাটসম্যান বলটি খেলতে পারেনি।''এ বিষয়ে অবশ্য মার্কের সঙ্গে একমত হননি ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ভন। তিনি বলেন, ''লেগ-বাই রান খেলারই অঙ্গ।'' পাল্টা মার্ক বলেন, ''কেন রান দেওয়া হবে? আমি জানি এটা খেলার অঙ্গ, কিন্তু খেলা আরও উন্নত করার জন্য আমরা কি নিয়মে বদল আনতে পারি? আমার মতে, সব ধরনের ক্রিকেটেই বদল আনা উচিত। ব্যাটসম্যানদের বল খেলতে হবে। না হলে রান দেওয়া যাবে না। ন''য়ের দশকে যিনি এই নিয়ম বানিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন সাধারণ মানের ব্যাটসম্যান ছিলেন।''এ কথা শুনে ভন বলেন, ''গত কয়েক বছরে ক্রিকেটে অনেক বদল এসেছে। টি-২০ ফর্ম্যাট শুরু হয়েছে, ব্রিটেনে ১০০ বলের ফর্ম্যাট শুরু হতে চলেছে, টেস্ট ম্যাচ পাঁচদিন থেকে কমিয়ে চারদিনের করা হচ্ছে, তবে আমার মনে হয়, সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রস্তাব দিয়েছে মার্ক ওয়া। ওর এমসিসি ক্রিকেট কমিটিতে থাকা উচিত।''

সরে গেলেন শারাপোভা

প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল মারিয়া শারাপোভার টেনিসজীবন। চলতি বছরের শুরুতে ডান কাঁধে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। পাঁচ মাস বাইরে কাটিয়ে জুনে মায়োরকা ওপেনে কোর্টে ফিরেছিলেন।

কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও প্রত্যাবর্তন খুব একটা খারাপ ছিল না। উইম্বলডনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই চোটের জন্য ছিটকে যেতে হল শারাপোভাকে। ফ্রান্সের পাওলিন পারমেনতিয়েরের বিরুদ্ধে ভালই শুরু করেছিলেন শারাপোভা। ৬-৪ গেমে প্রথম সেট জেতেন। পরের সেটে দারুণ লড়াই করে ৬-৭ গেমে হারেন। তবে পঞ্চম সেটে শারাপোভাকে দাঁড়াতেই দেননি পাওলিন। ০-৫ গেমে পিছিয়ে থাকার সময় বাঁ হাতে চোটের জন্য ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন শারাপোভা। ম্যাচের শেষে চোখের জল বাধ মানেনি। শারাপোভা বলেন, ''আবার কোর্টে ফিরতে পেরে গর্বিত। আমার কোর্টে ফেরার রাস্তা সহজ ছিল না।'' ডোপ করার অপরাধে ২০১৬-তে দেড় বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন শারাপোভা। শারাপোভা ছিটকে গেলেও তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আজারেঙ্কা। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-২, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন টমজানোভিচকে। হালেপ ৬-৩, ৪-৬, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন বুজারনেস্কুকে। প্লিসকোভা ৬-০, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন পুইগকে।

ডিজিটাল স্পোর্টসের জগতে পা রাখতে চলেছেন গ্যারেথ বেল

মাদ্রিদ।। ডিজিটাল স্পোর্টসের জগতে পা রাখতে চলেছেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলার গ্যারেথ বেল। ''ইলেভেন ই স্পোর্টস'' নামের এই সংস্থা অনলাইন ভিত্তিক খেলার ওপর কাজ করবে। তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকান ফুটবলার ল্যারি কোহেন এর ''৩৮ ইন্টারটেনমেন্ট গ্রুপ''।বর্তমানে ভার্চুয়াল খেলোয়াড়রা বিভিন্ন অনলাইন টুর্নামেন্ট থেকে মোটা অঙ্কের প্রাইজমানি পাচ্ছেন। গত বছর ফোর্টনাইট টুর্নামেন্ট খেলে আমেরিকান টিনেজার কাইল গিয়েরডোর্ফ ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করেন। যা ইউএস মাস্টার্স গলফ বা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের থেকেও বেশি।

টানা তৃতীয় রেকর্ডে কিংবদন্তিদের ক্লাবে সরফরাজ

চলতি রঞ্জি ট্রফিতে থামানোই যাচ্ছে না মুম্বই-এর ব্যাটসম্যান সরফরাজ খান-কে। মঙ্গলবার নিয়ে টানা তিন ম্যাচে তৃতীয়বারের মতো রেকর্ড বইয়ে নিজের নাম তুললেন এই মিডল অর্ডার বাটসম্যান। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে তিনি জায়গা করে নিলেন ক্রিকেটের কিংবদন্তী ব্যাটসম্যানদের পাশে। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে আগের সরফরাজের রান ছিল যথাক্রমে অপরাজিত ৩০১ এবং অপরাজিত ২২৬। সরফরাজ-কে আউট করার কোনও জায়গাই পাচ্ছিলেন না বোলাররা। রাজকোটে অবশ্য সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বি গ্রুপের ম্যাচের প্রথম দিনই তিনি আউট হলেন। তবে তার আগে করে গেলেন দুর্দান্ত ৭৮টি রান।এদিন কমলেশ মাকওয়ানা-র বলে আউট হয়ে সরফরাজ একেবারে নিশ্চিত আরও একটি শতরান হারালেন ঠিকই, কিন্তু তার আগে অপরাজিত অবস্থায় মোট ৬০৫ প্রথম শ্রেণির রান যোগ করলেন। যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক অনন্য রেকর্ড। এই বিষয়ে সর্বাধিক রানের রেকর্ডটি রয়েছে আরও এক ভারতীয়ের হাতেই।

প্রথম ম্যাচে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হওয়ার পর রস টেলর দিলেন এই বড়ো বয়ান

হ্যামিলন্টন।। ভারতীয় ক্রিকেট দল আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম একদিনের ম্যাচ রোমাঞ্চকরভাবে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে খেলা হয়েছে। এই ম্যাচে ঘরের দল নিউজিল্যান্ড টস জিতে প্রথম বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানে ভারতে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ৩৪৮ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দেয়।জবেব কিউয়ি দলের সিনিয়র খেলোয়াড় রস টেলর ১০৮ রানের ইনিংস খেলে দলকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।রস টেলরের ১০৮ রানের ইনিংস এনে দেয় কিউয়ি দলকে জয়ভারতীয় ক্রিকেট দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে নিউজিল্যান্ডকে ৩৪৮ রানের বড়ো লক্ষ্য দেয়। ভারতের হয়ে কেএল রাহুল ৮৭, শ্রেয়স আইয়ার ১০৩ আর বিরাট কোহলি ৫১ রানের ইনিংস খেলেন। ভারতের এই চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যকে তাড়া করতে নামা নিউজিল্যান্ড দল দুর্দান্ত ব্যাটিং করে জয়ের সঙ্গে একদিনের সিরিজ শুরু করে। কিউয়ি দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা প্রথম উইকেটের হয়ে ৮৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে মজবুত শুরু এনে দেন। হেনরি নিকোলস ৮২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলেন। এরপর সিনিয়র রস টেলর ৮৪ বলে ১০টি বাউন্ডারি আর ৪টি ছক্কার সাহায্যে বিস্ফোরক ১০৮ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন। এর সঙ্গেই নিউজিল্যান্ড দল তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যায়।রস টেলর পান ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবনিউজিল্যান্ড দলের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান রস টেল আজ হ্যামিল্টনে ৮৪ বলে ১০টি বাউন্ডারি আর ৪টি ছক্কার সাহায্যে ১০৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন।এর জন্য তাকে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কার নেওয়ার পর রস টেলর বলেন,'ভারতকে ৩৫০ রানের মধ্যে আটকে দেওয়ায় আমাদের ম্যাচ জেতার সুযোগ বেড়ে যায়। ইনিংস চলাকালীন আমরা ডান-বাঁহাতি কম্বিনেশন পেয়েছি। এর জন্য আমরা ভাগ্যবান থেকেছি। সেই সঙ্গে আমরা শর্ট লেগের দিকে বাউন্ডারি মারতে সক্ষম হয়েছিল। টম ভেতরে এসে আমার উপর চাপ তৈরি করে। আমি খেলোয়াড়দের বলেছিলাম যে এটা নিজেরই বিছানায় শোয়ার মতো। এটা আমার জন্য পয়া মাঠ। আশা করছি যে আমরা পরের ম্যাচেও ভালো প্রদর্শন করতে পারব। টি-২০ সিরিজ চলাকালীন তিনবার আউট হয়ে মাঠের বাইরে যাওয়া ভালোই করেছে'।৮ ফেব্রুয়ারি খেলা হবে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচনিউজিল্যাণ্ড আর ভারতের মধ্যে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি অকল্যান্ডে খেলা হবে। কিউয়ি দল সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে। আর তারা পরের ম্যাচ জিতে এই সিরিজ জিততে চাইবে। ২০১৪র পর তারা ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জেতেনি। ভারতীয় দল প্রত্যাবর্তন করার জন্য পরিচিত। ওয়েস্টইন্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত দুটি ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে তারা হেরেছিল। এই দুটি সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ জিতে ভারত ২-১ ফলাফলে সিরিজ জিতে নিয়েছি;। এই সিরিজেও ভারতীয় দল তেমনই কিছু করতে চাইবে।

এবার ময়দানে ইস্টবেঙ্গল বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, কবে হবে খেলা ?

কলকাতা।। ভারতে প্রাক-মরশুম প্রদর্শনী মাচ খেলতে রাজি হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে রেড ডেভিলসরা সেই ম্যাচ খেলবেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। এই খবরে উচ্ছ্বসিত লাল-হলুদ তথা কলকাতার ফুটবল প্রেমীরা।কোথায় ম্যাচএখনও পর্যন্ত যা খবর, সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক কর্তা এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, ভারতে প্রাক-মরশুম প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে ম্যান ইউ।কবে হবে ম্যাচম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম ইস্টবেঙ্গলের প্রদর্শনী ম্যাচের স্থান ঠিক হলেও, দিন ও সময় এখনও নির্ধারণ হয়নি। ম্যান ইউ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং বিশ্ব ফুটবলের সূচি দেখেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার এক সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, মার্চের আগে এ বিষয়ে কিছু জানানো সম্ভব নয়।কত খরচম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচের আনুমানিক আর্থিক প্যাকেজ ২৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আনুসাঙ্গিক মিলিয়ে ওই ম্যাচে মোট ৩০ কোটি টাকার খরচ ধরা হয়েছে।খারাপ ফর্মেউল্লেখযোগ্যভাবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। অন্যদিকে আই লিগে ইস্টবেঙ্গলও রয়েছে সপ্তম স্থানে।

বলিউডে কী আসছেন শচীন কন্যা সারা ?

নয়াদিল্লি।। শচীনের মেয়ে সারা কিন্তু কোন সেলিব্রেটির থেকে কম নয়। এই প্রজন্মের অভিনেত্রী সারা আলি খান, জাহ্নবী কাপুর, আনন্য পান্ডে কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিতে পারে সারা টেন্ডুলকার। সারা হলেন গ্ল্যামার আর বুদ্ধির মিশ্রণ।গত বছরই স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন সারা।

মুম্বাইয়ের ধিরুভাই আম্বানি ইন্টার্নেশনাল স্কুল এ পড়াশোনা করেন। স্কুল শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য সারা পাড়ি দেন লন্ডনে। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে মেডিসিন নিয়ে স্নাতকোত্তর পাস করেন সারা। নিজের ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট থেকে তিনি নিজে তাঁর এই স্নাতকোত্তর পাস করার সুখবরটি দেন তাঁর ভক্তদের জানান।বিখ্যাত পিতার সন্তান বলে বরাবরই খবরের শিরোনামে থাকেন সারা। গান বাজনা শুনতে খুবই পছন্দ করেন সারা।শচীনের এই ছোট্ট মেয়ে ছাড়া কিন্তু ইতিমধ্যে কুড়ি বছরে পা দিয়ে দিয়েছেন।সারার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার দেখে যেকোনো প্রতিষ্ঠিত সেলিব্রিটি লজ্জা পাবেন। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখেরও বেশি।সারার রূপের জন্যই তিনি একাধিক সংস্থা থেকে মডেলিং এর অফার পেয়েছেন। সারা দেখতে এতটাই গ্ল্যামারেস যে তাঁর প্রেমে অন্ধ হয়ে গেছিলেন এক বাঙালি যুবক।কিন্তু সেই যুবক উত্যক্ত করার কারণে বর্তমানে সে জেলে।শেষ বার সারা কে দেখা গেছিল আকাশ আম্বানি আর শ্লোকা মেটা র বিয়েতে। ভবিষ্যতের সারা কোনটিকে বেছে নেবেন উচ্চশিক্ষা না রুপোলি পর্দা? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

''আব তো আদতসি হো গয়ি'', টুইটারে পাকিস্তানকে জোরালো খোঁচা সেওয়াগ-এর

নয়াদিল্লি।। বিশাল জয় ভারতের। সাউথ আফ্রিকার মাটিতে ইতিহাস তৈরি করলো ভারতীয় অনুর্ধ ১৯ দল। পাকিস্তানকে হারিয়ে পর পর তিনবার অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের সেমি থেকে ফাইনালে পৌঁছলো ভারত। এর আগে ২০১৮ সালে পৃথ্বী শা-র অধিনায়কত্বে অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ভারত। এইবার অধিনায়ক প্রিয়ম গর্গের নেতৃত্বে আবারও বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে চাইছে ভারতীয় দল।সেমিতে টসে জিতে ভারতকে বল করতে পাঠায় পাকিস্তান। সেই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে বোলিং করতে নামে ভারত। অসাধারণ বোলিং করেন তারা। তাদের দাপটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৭২ রানেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। সুশান্ত মিশ্র নেন তিন উইকেট। দুটি করে উইকেট নেন রবি বিয়্নোই এবং কার্তিক ত্যাগী।এরপর ব্যাটিং করতে নেমে বিনা উইকেট খুইয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রানটি তুলে ফেলে ভারতীয় দল। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামেন ওপেনার যশস্বী জায়সওয়াল এবং আর এক ওপেনার দিব্যাংশ সাক্সেনা। অসাধারণ ব্যাটিং করে টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম শতরান করেন যশস্বী। দেখে শুনে খেলে ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন সাক্সেনা।এর আগে ২০১৮ তে প্রথমে ব্যাট করে ২৭২ করেছিল ভারত। শুভমান গিল সেঞ্চুরি করেছিলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৬৯ রানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ইনিংস। ২০২০ তে এসেও ছবিটা থেকে গেল একরকম। সেই হারের বদলা নেওয়া অধরাই থেকে গেল পাকিস্তানের কাছে।ভারতের এই জয়ে বেজায় আনন্দিত ভারতীয় ক্রিকেটমহল। টুইট করে বীরেন্দ্র সেওবাগ জানান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এইরকম জয় এখন তো ভারতের কাছে নতুন কিছুই নয়। রবিন উথাপ্পাও টুইট করে জয়টিকে সহজ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের সাথে যুক্ত অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভারতীয় দলকে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

২২ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নয়া কার্যকরী কমিটির নির্বাচন আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯টা থেকে দুপরি দেড়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। এদিনই ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে। মোট ভোটার ৪১৯ জন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন রয়েছে। বারের রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধুরী জানান, বার অ্যাসোসিয়েশনে সরাসরি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী দেওয়া হয় না। বার অ্যাসোসিয়েশনকে রাজনীতি মুক্ত রাখতেই এই প্রয়াস বলে তিনি জানান। এবারের বার অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষত্ব হল, নির্বাচনকে রাজনৈতিক মুক্ত রাখা হবে।

দিল্লি গণধর্ষণ মামলা : দণ্ডিতদের এক সপ্তাহ সময় দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আইনের কৌশলে বারবার ফাঁসি পিছিয়ে দিচ্ছে নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলার দোষীরাঊ এবার দিল্লি হাইকোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আর বেশি সময় দেওয়া যাবে না দণ্ডিতদেরঊ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই যাবতীয় আইনি প্রতিকার সদ্ব্যবহার করতে হবে দণ্ডিত চারজনকেঊ এক সপ্তাহ পরেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবেঊ সম্প্রতি নির্ভয়াকে গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় দণ্ডিত চার জনের মৃত্যু পরোয়ানা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছিল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিল কেন্দ্র।

এদিন কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করে দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, চারজন দণ্ডিতের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা পৃথকভাবে কার্যকর করা যায় নাঊ এরপরই দণ্ডিতদের যাবতীয় আইনি প্রতিকার সদ্ব্যবহার করার জন্য এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টঊ দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন নির্ভয়ার মা আশা দেবীঊ আশা দেবী জানিয়েছেন, 'দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছিঊ দণ্ডিতদের এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে হাইকোর্ট, এরপরই দণ্ডিতদের ফাঁসির সাজা দেওয়া হবে।

সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ রাজ্য মন্ত্রিসভায়

ভোপাল, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভায়। পাশাপাশি মন্ত্রিসভার তরফে এই আইন প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসেন। উপস্থিত ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের মন্ত্রীরা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের আইনমন্ত্রী পি সি শর্মা জানিয়েছেন, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার পরিপন্থী সিএএ। দেশের সাম্য ভাবনার পরিপন্থী এই আইন। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই আইনের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবের ক্যাবিনেটের মতোই মধ্যপ্রদেশ সরকারও এই আইন প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করল। পরবর্তী সময় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব রাজ্যের বিধানসভাতেও পেশ করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেরল, পঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করিয়েছে। এবার সেই পথেই হাটতে চলেছে কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যটি। এর আগে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। পাকিস্তান, আফগানিস্কান, বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলার রাজপথে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক ধিক্কার র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্বের সামনে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

লখনউ, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার এই মঞ্চে ভারতের যুব সমাজের কাছে বড় সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে মেক ইন ইণ্ডিয়া উদ্যোগ উপকৃত হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থা তৈরি হবে। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বের নজর ভারতের দিকে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখনউতে এশিয়ার সর্ববৃহদ ডিফেন্স এক্সপোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মঞ্চে এমনই বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশ বিদেশের সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আগামীদিনে উত্তরপ্রদেশ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদনের হ্যাবে পরিণত হবে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান ডিফেন্স এক্সপো এটি। বিশ্বের ১৫০টি সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারী কোম্পানি এই এক্সপোতে অংশ করেছে। এছাড়া ৩০টির বেশি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরাও থাকবেন। দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার এই মঞ্চে ভারতের যুব সমাজের কাছে বড় সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে মেক ইন ইণ্ডিয়া উদ্যোগ উপকৃত হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থা তৈরি হবে। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বের নজর ভারতের দিকে রয়েছে। ভারতের বিশালত্ব, ব্যাপকতা, বৈচিত্র এবং বিশ্বের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে নিজের অংশীদারিত্বর প্রমাণ হচ্ছে এই ডিফেন্স এক্সপো। প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতি নিয়ে যারা খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন ভারত শুধুমাত্র একটি বাজার নয়। গোটা বিশ্বের কাছে বিশাল সম্ভাবনা হচ্ছে ভারত। প্রযুক্তির ভুল প্রয়োগের নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার, সাইবার অপরাদ, সন্ত্রাসবাদ গোটা বিশ্বের কাছে বিপদ। নতুন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিটি ডিফেন্স এক্সপো করছে। বায়ুসেনা, পদাতিক সেনা এবং নৌসেনার বেশির ভাগ সমরাস্ত্র এখন ভারতেই তৈরি হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রতিরক্ষা রফতানি পাঁচ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩৫ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের আত্মনির্ভরতা এবং মেক ইন ইণ্ডিয়ার জন্য এই ডিফেন্স এক্সপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের সামরিক বাহিনীর পরাক্রম দেখানোর মঞ্চ হচ্ছে এক্সপো। রাজ্যের ডিফেন্স করিডর গড়ে তোলার কাজ চলছে। তাতে ডিফেন্স এক্সপো অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দেশের প্রতিরক্ষা রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, লখনউতে ডিফেন্স এক্সপো করার পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়েছিলেন। গতবারের তুলনায় এবারের ডিফেন্স এক্সপো অনেক বড়। নতুন ভারতের যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখেছিলেন, তা ফলস্রুতি হচ্ছে এই এক্সপো। আগামীদিনে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদনের হ্যাবে পরিণত হবে ভারত। নতুন ভারতের উন্নয়নের জন্য এই আয়োজন একান্ত জরুরি। প্রতিরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেশ। মেক ইন ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ভারত।প্রায় ৪৩ হাজার বর্গমিটার জুড়ে অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহদ সমরাস্ত্রের এই বাজারে ৭০টিরও বেশি দেশের ১০২৮ কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৮৫৬টি দেশীয় এবং ১৭২টি বিদেশি কোম্পানি রয়েছে। পাঁচদিন ধরে চলা সমরাস্ত্রের এই রাজসূহ যজ্ঞে ২০০-র বেশি মৌ স্বাক্ষরিত হবে। উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে যাওয়া ডিফেন্স করিডোর এর থেকে লাভবান হবে।

পণের দাবীতে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ কুলপিতে

কুলপি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পণের দাবীতে সদ্য বিবাহিত গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানা এলাকার শ্যামবসুরচকের কাঠরা মনোহরপুরে। নিহত গৃহবধূর নাম মঞ্জু খাতুন(১৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে খবর, মাত্র ২ মাস আগে সম্বন্ধ করে কাকদ্বীপ থানা এলাকার নামখানা নারায়নপুর ৩ এর ঘেরি এলাকার বাসিন্দা মঞ্জু খাতুনের সাথে কুলপি থানা এলাকার মনোহরপুরের বাসিন্দা সইদুল মল্লিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিহত গৃহবধূ মঞ্জু খাতুনের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের সময় কথামতো মঞ্জু খাতুনের বাপের বাড়ির লোকজন পণ দিয়েছে সইদুল মল্লিককে। এরপরও বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন সময় বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য মঞ্জুকে মারধোর করত তার স্বামী। সদ্য ২ মাস বিবাহিত জীবন এভাবেই কাটছিল মঞ্জুর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মঞ্জু খাতুনের শ্বশুর বাড়ি থেকে তার বাপের বাড়ি ফোন করে বলা হয় তাদের মেয়ে নিজেই ঘরবন্দী হয়ে রয়েছে। তারা যেন এখনই মঞ্জুকে নিতে কাঠরা মনোহরপুরে আসে। এরপরই তড়িঘড়ি মঞ্জুর বাপের বাড়ির লোকজন পৌঁছে যায় তার শ্বশুর বাড়িতে। বাড়িতে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ বাড়ি ফাঁকা। এরপর ঘরের তালা খুলে মঞ্জু খাতুনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তারা। পরে কুলপি থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক শ্বশুর বাড়ির বাকি লোকজন। তবে ঘটনায় মঞ্জু খাতুনের পরিবারের লোকজনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত সইদুল মল্লিককে গ্রেফতার করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর রূপে হাজির দেব

কলকাতা,৫ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):বাঙালি মানেই ফুটবল প্রিয় ঊ আর সেই ফুটবলের অন্যতম পথিকৃত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঊ এবার নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলন্দাজ'- ছবির মাধ্যমে আসছে বড়োপর্দায় ঊ আর নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তারকা সাংসদ দেব ঊ অবশেষে সামনে এলো 'গোলন্দাজ' ছবিতে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর রূপে তারকা সাংসদ দেব।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যপাল সকাশে টিপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। মহারাজ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে কাঞ্চনপুরে গত ২৩ আগস্ট অল ইন্ডিয়া বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্র সংগঠনের নেতা চন্দন চ্যাটার্জী ও অনুপ নাগ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ করেছে টিপিএফ নামে উপজাতিদের একটি আঞ্চলিক সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযুক্ত দুই নেতার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছেন। তাদের এক প্রতিনিধি দল বুধবার রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পাশাপাশি মহারাজ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের জন্য জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে তারা দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যপাল প্রতিনিধি দলকে ঘটনার তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস করেছেন। উল্লেখ্য, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলিতে গত বেশকিছুদিন ধরেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। এনিয়ে বন্ধ পাল্টা বন্ধ সংগঠিত হয়েছে। রীতিমতো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে কাঞ্চনপুর মহকুমায়। এনিয়ে যে কোন সময় ফের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। ওইসব এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে।

বিশেষ করে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের দোড়গোড়ায় কাঞ্চনপুর মহকুমার পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়েও অনেকেই আগাম আশঙ্কা ব্যক্ত করে চলেছেন। এ বিষয়ে প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই নিজেদেরকে আঁকড়ে রাখলে চলবে না ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ঊনিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। আরকেনগরস্থিত ভেটেরিনারী কলেজে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সমাজকল্যাণ, সমাজশিক্ষা ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, কলেজের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। আরকেনগরস্থিত ভেটেরিনারী কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই নিজেদেরকে আঁকড়ে রাখলে চলবে না। প্রত্যেককে সুস্থ ও সবল থাকার জন্য শরীরচর্চা ও খেলাধূলায় মনোযোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুস্থ মন সুস্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ। সুস্বাস্থ্যই যুব সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে নিয়ে যায়। সে কারণেই সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীরচর্চা এবং খেলাধূলা প্রয়োজন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শরীরচর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও যুবক যুবতীকে সুস্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা আরও বলেন, দেশকে উন্নয়নের শিখরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যুব সমাজ সহ সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন প্রত্যেককে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

দায়িত্বশীল নাগরিকরাই দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে পারে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে গড়ে উঠা ভেটেরিনারী কলেজ একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার অন্যতম পীঠস্থান, তেমনি প্রাণী সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকেও দায়িত্বশীল হতে হবে। আমাদের রাজ্যকে খাদ্যের স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য ধান, সবজি, শষ্য দানা সহ অন্যান্য চাষের পাশাপাশি দুগ্ধ উৎপাদন, পশুপালন ইত্যাদির উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও পশুপালনে গুরুত্ব দিতে হলে চিকিৎসক প্রয়োজন। ভেটেরিনারী কলেজে পাঠরতরাই আগামীদিনের চিকিৎসক। তাদেরকে এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভেটেরিনারী কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দপ্তরের মন্ত্রীকে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানানো হয়।

অধিকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ : নিষ্ফলা প্রশাসনিক বৈঠক, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রেল অবরোধ ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অধিকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের দাবিতে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেল অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। পাহাড়ে রেল অবরোধ ঠেকাতে বুধবার বেলা ১-টায় ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া তাঁর কার্যালয়ের সভাকক্ষে ক্ষতিপূরণের ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ এবং আন্দোলনকারী এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম, ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম ও ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরামের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু বৈঠকটি সম্পূর্ণ নিষ্ফলা বলে জানা গেছে। নিষ্ফলা বৈঠকের জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে।

জেলাশাসক আহূত আজকের বৈঠকে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয় এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশনের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত হননি। তাদের বদলে হাফলঙে অবস্থিত রেলের এডিএন মহীপাল ওই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। রেলের এমন উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া ও পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ। বৈঠকে রেলের পক্ষ থেকে এমন একজন অফিসারকে পাঠানো হয়েছে যিনি কি না ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এ ধরনের উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক আহূত বৈঠক উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

বৈঠক সম্পূর্ণ ভেস্তে গেছে। রেল অবরোধ প্রত্যাহার নিয়েও কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি। বৈঠকে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম সোজাসুজি জানিয়ে দেন, ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে না দিলে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ হবেই। কিন্তু বৈঠকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এডিএন মহীপাল ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। ক্ষুব্ধ জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া বলেন, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে পদক্ষেপ না নেয় পরবর্তীতে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পাহাড়ে প্রস্তাবিত রেল অবরোধের ফলে যদি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে।

এমন-কি বৈঠকে পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈও একই কথা শুনিয়েছেন উপস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এডিএন মহীপালকে। বুধবারের বৈঠক থেকেই প্রমাণিত, ক্ষতিপূরণের ইস্যু নিয়ে সমস্যা সমাধান করা নিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

এদিকে বৈঠক শেষে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, এখন পর্যন্ত রেলের সঙ্গে প্রায় ২২ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও বৈঠকই ফলপ্রসূ হয়নি। এমন-কি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ইস্যু নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের দুবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পরও রেল কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আমল দেয়নি। রেল ইচ্ছা করেই এই ক্ষতিপূরণের ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে চাইছে বলে অভিযোগ করে ডেভিড কেভম বলেন, লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে নিউহাফলং থেকে নিউহারাঙ্গাজাও পর্যন্ত যে সব গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষেতের জমি, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এ সব গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে না দিলে কোনও অবস্থায় রেল অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না। ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৫ টা থেকে পাহাড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ ভাবে অচল করে দেওয়া হবে, আজও স্পষ্ট করে দেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।

ফের খালেদা জিয়েকে একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু তাই নয়, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও হুসেন মহম্মদ এরশাদকেও একহাত নিয়েছেন মুজিবকন্যা। বর্তমানে ইটালিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।